এল্‌ম আছে কি? হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, উহা কি? তিনি বলিলেন, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে ভালবাসে অথচ তাহার নিকট হইতে কোন উপকার লাভ করে নাই। আর এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে ঘৃণা করে অথচ তাহার দ্বারা তাহার কোন ক্ষতি হয় নাই। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সমস্ত রূহগুলি মহব্বতের ব্যাপারে সঙ্ঘবদ্ধ ছিল। তথায় তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়াছে ও সন্নিকট হইয়াছে। যে সকল রূহ (সেখানে) পরস্পর পরিচিত হইয়াছে (এখানে) উহাদের মধ্যে মনের মিল হইয়া থাকে। আর যে সকল রূহ (সেখানে) পরস্পর অপরিচিত রহিয়াছে উহাদের মধ্যে (এখানে) মনের অমিল হইয়া থাকে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, একটি(র উত্তর) হইল। তারপর বলিলেন, কোন ব্যক্তি কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ সে একটি কথা ভুলিয়া যায়, আবার কিছুক্ষণ পর উহা স্মরণ হয়, (ইহার কারণ কি?) হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, চন্দ্র যেমন মেঘে ঢাকা পড়ে, তেমনি অন্তরের উপরও মেঘ জমে। চন্দ্র কেমন আলোকিত ছিল, হঠাৎ উহার উপর মেঘ আসিয়া পড়িল, আর অন্ধকার হইয়া গেল, আবার মেঘ সরিয়া গেল আর আলোকিত হইয়া গেল। তেমনি কোন ব্যক্তি কথা বলিতেছে, এমন সময় অন্তরের উপর মেঘ আসিয়া পড়িল আর সে ভুলিয়া গেল। আবার মেঘ সরিয়া গেল, আর তাহার স্মরণ হইয়া গেল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, দুইটি(র উত্তর) হইল।

তারপর বলিলেন, এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে, কোনটা সত্য হয় আবার কোনটা মিথ্যা হয়। (ইহার কারণ কি?) হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহর কোন বান্দা অথবা বান্দী ঘুমাইবার পর যখন তাহার ঘুম ভারি হইয়া পড়ে তখন তাহার রূহকে আরশের দিকে লইয়া যাওয়া হয়। যে রূহ আরশের নিকটবর্তী হইয়া জাগে তাহার স্বপ্নই সত্য হয়। আর যে রূহ আরশের নিকট পৌঁছিবার পূর্বেই জাগিয়া যায় তাহার স্বপ্নই মিথ্যা হয়। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি এই তিনটি বিষয়ের তালাশে ছিলাম, আল-হামদুলিল্লাহ,

মৃত্যুর পূর্বে উহা অর্জন করিতে পারিয়াছি। (তাবরানী)

উম্মতের এখতেলাফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

ইবরাহীম তাইমী (রহঃ) বলেন, একদিন হযরত ওমর (রাঃ) নির্জনে মনে মনে ভাবিতেছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই উম্মতের কিতাব এক, নবী এক, কেবলা এক তথাপি তাহারা কিরূপে এখতেলাফ করিবে? হরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, এই কুরআন আমাদের সম্মুখে নাযেল হইয়াছে, আর আমরা উহা পড়িয়াছি ও যে বিষয়ে নাযিল হইয়াছে তাহা সম্পর্কে অবগত হইয়াছি। কিন্তু আমাদের পরে এমন কাওম হইবে যে, তাহারা কুরআন পড়িবে কিন্তু কোন্ বিষয়ে উহা নাযিল হইয়াছিল সে সম্পর্কে অজ্ঞ হইবে। সুতরাং প্রত্যেকেই কুরআন সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করিবে। আর যখন তাহারা প্রত্যেকেই ভিন্নমত পোষণ করিবে তখন তাহারা এখতেলাফ করিবে। আর যখন এখতেলাফ করিবে তখন পরস্পর মারামারিতে লিপ্ত হইবে। হযরত ওমর (রাঃ) (ইহা (শুনিয়া) তাঁহাকে শক্ত কথা বলিলেন ও ধমক দিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) চলিয়া গেলেন। অতঃপর তাঁহাকে পুনরায় ডাকিলেন ও তাঁহার কথার মর্মার্থ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, তুমি ঠিক বলিয়াছ, আবার বল। (কান্‌য)

একটি আয়াতের দরুন বিনিদ্র রাত্র কাটান

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি একটি আয়াতের দরুন অদ্য রাত্র বিনিদ্র কাটাইয়াছি। বুঝিতে পারিতেছি না আল্লাহ তায়ালা কি বুঝাইতে চাহিতেছেন? আয়াতটি এই—

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَّأَعْنَابٍ

অর্থ ঃ আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে কেহ কি পছন্দ করে যে, তাহার একটি উদ্যান থাকে খেজুর ও আঙ্গুরের, যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত,

www.BANGLAKITAB.com

তাহার ঐ উদ্যানে (অনুরূপ আরও) সর্বপ্রকার ফল হয়। এবং সে ব্যক্তির বার্ধক্য আসিয়া পড়ে। আর তাহার সন্তানাদিও আছে যাহারা অক্ষম। অনন্তর সেই উদ্যানে এক ঝঞ্ঝা বায়ু আসিয়া পড়ে যাহাতে অগ্নিপ্রবাহ থাকে। ফলে উদ্যানটি জ্বলিয়া যায়। আল্লাহ এইরূপে নযীরসমূহ বর্ণনা করেন তোমাদের জন্য, যেন তোমরা চিন্তা করিয়া দেখ।

উপস্থিত কেহ উত্তর দিলেন, আল্লাহই ভাল জানেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমিও জানি আল্লাহ ভাল জানেন, তবে আমি এইজন্য জিজ্ঞাসা করিয়াছি যে, যদি তোমাদের কাহারো নিকট এ বিষয়ে কোন জ্ঞান থাকে অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে কোন কথা শুনিয়া থাকে তবে যাহা সে শুনিয়াছে বলিয়া দেয়। সকলেই চুপ হইয়া গেলেন। তিনি আমাকে দেখিলেন যে, আমি অস্পষ্ট আওয়াজে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছি। বলিলেন, হে ভাতিজা, বল, নিজেকে ছোট ভাবিও না। আমি বলিলাম, এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য 'আমল'। তিনি বলিলেন, উহার দ্বারা কিরূপে আমল উদ্দেশ্য হইল? আমি বলিলাম, আমার অন্তরে একটি কথা আসিয়াছে আমি উহা বলিয়াছি। তারপর তিনি আমাকে ছাড়িয়া নিজেই উহার তাফসীর করিতে আরম্ভ করিলেন যে, হে ভাতিজা, তুমি ঠিক বলিয়াছ। উক্ত আয়াত দ্বারা আমলই উদ্দেশ্য। বনি আদম যখন বৃদ্ধ হয় ও তাহার সন্তানাদিও বেশী হয় তখন সে যেমন এইরূপ বাগানের প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী হয়, তেমনি কেয়ামতের দিন সে আপন আমলের প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী হইবে। হে ভাতিজা, তুমি ঠিক বলিয়াছ। (কান্য)

একটি আয়াত সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর উত্তর

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) বদরী মুরব্বিগণের সহিত আমাকে শামিল করিতেন। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, আপনি এই যুবককে আমাদের সহিত কেন শামিল করেন? অথচ তাহার সমবয়সী আমাদের ছেলেসন্তান রহিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তাহার সম্পর্কে তোমাদের তো জানাই আছে। তারপর একদিন তাহাদিগকে ও আমাকে তিনি ডাকিলেন। আমি সেদিন আমাকে

ডাকিবার কারণ বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি তাহাদিগকে আমার (যোগ্যতা) সম্পর্কে অবহিত করিতে চাহিতেছেন। তিনি সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আল্লাহর বাণী—

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا

অর্থ ঃ 'যখন আল্লাহর সাহায্য এবং (মক্কা) বিজয় আসিয়া পৌঁছিবে, আর আপনি লোকদিগকে আল্লাহর ধর্মে (অর্থাৎ ইসলামে) দলে দলে প্রবেশ করিতে দেখিতে পান, তখন স্বীয় রবের তাসবীহ ও তাহমীদ পাঠ করুন ; আর তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন; তিনি অতিশয় তওবা কবুলকারী।'

সম্পর্কে তোমরা কি বল? কেহ বলিলেন, আল্লাহর পক্ষ হইতে যখন সাহায্য ও বিজয় আসে তখন আমাদিগকে তাঁহার প্রশংসা ও এস্তেগফার করিতে বলা হইয়াছে। কেহ বলিলেন, আমাদের জানা নাই। আর কেহ কিছুই বলিলেন না। তিনি আমাকে বলিলেন, হে ইবনে আব্বাস, তুমিও কি এরূপই বলিবে? আমি বলিলাম, না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে তুমি কি বল? আমি বলিলাম, ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু সংবাদ যাহা আল্লাহ তাঁহাকে এইরূপে জানাইয়া দিয়াছেন যে, 'যখন আল্লাহর সাহায্য ও জয় আসিবে এবং আপনি মক্কায় লোকদিগকে ইসলামে প্রবেশ করিতে ও বিজয় দেখিবেন, উহাকে আপনার মৃত্যুর আলামত জানিবেন। কাজেই তখন আপনি আপনার রবের তাসবীহ ও তাহমীদ পাঠ করুন ও তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন, তিনি অতিশয় তওবা কবুলকারী।' হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমিও তাহাই জানি যাহা তুমি জান। (কান্য)

www.BANGLAKITAB.com

ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর জ্ঞানগর্ভ জবাব

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে আল্লাহ তায়ালার বাণী—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ, এমন সব বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিও না, যদি তাহা তোমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া দেওয়া হয় তবে তোমাদের বিরক্তির কারণ হইবে।

সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, কতিপয় মুহাজিরীনদের বংশে কিছু দোষ ছিল। একদিন তাঁহারা বলিলেন, খোদার কসম, আমাদের ইচ্ছা হয় যে, আল্লাহতায়ালা আমাদের বংশ সম্পর্কে (প্রশংসামূলক) কিছু কুরআনে নাযিল করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক উক্ত আয়াত নাযিল করিলেন, যাহা তুমি পড়িয়াছ। অতঃপর আমাকে বলিলেন, তোমাদের এই সঙ্গীকে (অর্থাৎ হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)কে) যদি আমীর বানানো হয় তবে অবশ্য দুনিয়ার প্রতি লোভী হইবেন না। কিন্তু আমি তাঁহার আত্মগরিমাকে ভয় করিতেছি যে, উহা তাহাকে শেষ করিয়া না দেয়। আমি বলিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন, খোদার কসম, আপনি আমাদের সঙ্গীকে জানেন। আপনি কি বলিতেছেন? তিনি একটুও ব্যতিক্রম বা পরিবর্তন হন নাই। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচর, জীবনে কখনও তাঁহাকে অসন্তুষ্ট করেন নাই। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, যেদিন তিনি হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর বর্তমানে আবু জাহেলের বেটিকে বিবাহের পয়গাম দিয়াছিলেন সেদিনও কি তাঁহাকে অসন্তুষ্ট করেন নাই? আমি বলিলাম, আল্লাহ তায়ালা আদম (আঃ)এর ভুল সম্পর্কে বলিয়াছেন—

وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا

অর্থাৎ—আমরা তাঁহার মধ্যে (গুনাহের) কোন সংকল্প পাই নাই।

আমাদের সঙ্গী তিনিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অসন্তুষ্ট করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন না। অবশ্য মানুষ নিজের মনের কল্পনাকে

ফিরাইবার ক্ষমতা রাখে না। অনেক সময় আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানী ও আল্লাহর হুকুম সম্পর্কে জ্ঞাত কোন ব্যক্তিকে যখন সাবধান করা হয় তখন সে প্রত্যাবর্তন করে ও ফিরিয়া আসে। তিনি বলিলেন, হে ইবনে আব্বাস, যে ব্যক্তি তোমাদের সহিত তোমাদের (এল্‌মের) সমুদ্রে ডুব দিয়া উহার তলদেশে পৌঁছিবার ধারণা করিবে সে একটি অসম্ভব জিনিসের ধারণা করিবে। (মুনতাখাব)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

আমের ইবনে সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রহঃ) তাঁহার পিতা হযরত সাদ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন যে, একবার তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর নিকট উপস্থিত ছিলেন, এমন সময় খাব্বাব মাদানী (রহঃ) (মাকসুরাহ ওয়ালা) সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, আপনি কি শুনিতেছেন না, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) কি বলিতেছেন? তিনি বলিতেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন জানাযার সহিত ঘর হইতে বাহির হইয়া নামায পড়ে ও দাফন হওয়া পর্যন্ত উহার পশ্চাতে চলে তাহার জন্য দুই কীরাত আজর। প্রত্যেক কীরাত ওহোদ পাহাড় সমান। আর যে ব্যক্তি শুধু নামায পড়িয়া ফিরিয়া আসে তাহার জন্য ওহোদ পাহাড় সমান অজর। (ইহা শুনিয়া) হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) খাব্বাবকে হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইলেন। তারপর হযরত আয়েশা (রাঃ) যাহা বলেন তাহা যেন ফিরিয়া যাইয়া তাঁহাকে অবহিত করেন। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) মসজিদের ভিতর এক মুষ্ঠি পাথরের টুকরা হাতে লইয়া ওলট-পালট করিতে লাগিলেন (এবং অপেক্ষা করিতে লাগিলেন)। ইত্যবসরে তিনি ফিরিয়া আসিয়া জানাইলেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, আবু হোরায়রা (রাঃ) ঠিক বলিয়াছেন। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হাতের পাথরগুলি মাটির উপর নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, তবে তো আমরা অনেক কীরাত হারাইয়াছি। (তারগীব)

WWW.BANGLAKITAB.COM

অপর এক রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছাড়িয়া কখনও বৃক্ষরোপণ অথবা বাজারে বেচাকেনায় মশগুল হইতাম না। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক কলেমা আমাকে শিখাইয়া দিবেন অথবা এক লোকমা খানা আমাকে খাওয়াইয়া দিবেন। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে আবু হোরায়রা, আপনি আমাদের অপেক্ষা অধিক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত রহিয়াছেন এবং আপনি তাঁহার হাদীস সম্পর্কে আমাদের অপেক্ষা অধিক জানেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিলেন, আমাদিগকে বৃক্ষরোপণ অথবা বাজারের বেচাকেনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে গাফেল রাখিত না। আমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ইহাই আশা করিতাম যে, তিনি আমাকে কোন কলেমা শিখাইয়া দিবেন অথবা এক লোকমা খানা খাওয়াইয়া দিবেন। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে আবু হোরায়রা, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আমাদের অপেক্ষা অধিক লাগিয়া থাকিয়াছেন ও তাঁহার হাদীস সম্পর্কে আমাদের তুলনায় বেশী জানেন। (হাকেম)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর নিকট সাহাবা (রাঃ)দের প্রশ্ন

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ) অপেক্ষা উত্তম কাওম আর দেখি নাই। তাঁহারা তাঁহার ইন্তেকাল পর্যন্ত মাত্র তেরটি মাসআলা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তার প্রত্যেকেটি কুরআন পাকে উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন—

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ

অর্থ ঃ মানুষ আপনাকে সম্মানিত মাসে যুদ্ধ–বিগ্রহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

অর্থ ঃ মানুষ আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَامٰى

অর্থ ঃ আর মানুষ আপনাকে এতীমদের (ব্যবস্থা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ

অর্থ ঃ আর মানুষ আপনার নিকট ঋতুকালীন বিধান জিজ্ঞাসা করে

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ

অর্থ ঃ তাহারা আপনার নিকট গনীমতসমূহের বিধান জিজ্ঞাসা করে।

وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ

অর্থ ঃ লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তাহারা কোন জিনিস ব্যয় করিবে।

তাহারা এমন কথাই জিজ্ঞাসা করিতেন যাহাতে তাহাদের জন্য ফায়দা নিহিত রহিয়াছে। তারপর বলিলেন, সর্বপ্রথম বাইতুল্লার তাওয়াফ ফেরেশতাগণ করিয়াছেন। হিজ্‌র ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যবর্তী স্থানে অনেক নবীদের কবর রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁহার কাওম যখন কষ্ট দিত তখন তিনি মৃত্যু পর্যন্ত এবাদতে মশগুল থাকিবেন এই সংকল্পে তাহাদের নিকট হইতে আসিয়া উক্ত স্থানে উপস্থিত হইতেন। (তাবরানী)

আনসারী মেয়েদের দ্বীন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, আনসারদের মেয়েরা কি উত্তম মেয়ে! দ্বীন জিজ্ঞাসা করিতে ও দ্বীনের জ্ঞানলাভ করিতে লজ্জাশরম তাহাদের জন্য বাধা হইত না।

www.BANGLAKITAB.com

হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ)এর জিজ্ঞাসা

হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবি হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)এর প্রতিবেশী ছিলাম। একদিন হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ,কোন মেয়েলোক যদি স্বপ্নে তাহার স্বামীকে তাহার সহিত সহবাস করিতে দেখে তবে কি তাহাকে গোসল করিতে হইবে? হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলিলেন, তোমার দুই হাত কর্দমাক্ত হউক, হে উম্মে সুলাইম, তুমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মেয়েদেরকে অপদস্থ করিলে। হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) উত্তরে বলিলেন, আল্লাহ পাক হক কথা বলিতে লজ্জা করেন না। আমাদের জন্য কোন দুর্বোধ্য বিষয়ে অন্ধ থাকা অপেক্ষা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লওয়াই উত্তম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার দুইহাত কর্দমাক্ত হউক, হে উম্মে সুলাইম, যদি সে (জাগিয়া) পানি দেখিতে পায় তবে গোসল করিতে হইবে। হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, মেয়েদেরও কি পানি হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তবে সন্তান তাহার মত কিরূপে হয়? মেয়েরা পুরুষের মতই।(আহমাদ)

অধিক জিজ্ঞাসাবাদের পরিণতি

হযরত সা'দ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সম্পর্কিত কোন বিষয় লইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিত। হয়ত কোন হালাল বিষয় লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এতবেশী জিজ্ঞাসা করিত যে, শেষ পর্যন্ত উহা তাহাদের জন্য হারাম করিয়া দেওয়া হইত।

হযরত জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন যে, লেআনের আয়াত একমাত্র অধিক প্রশ্নের কারণেই অবতীর্ণ হইয়াছে।

কি উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করিবে?

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)কে যখন লোকেরা অনেক প্রশ্ন

করিল তখন তিনি হারেস ইবনে কায়েসকে বলিলেন, হে হারেস ইবনে কায়েস, তোমার কি ধারণা হয়? ইহাদের এই সকল প্রশ্নের উদ্দেশ্য কি? তিনি উত্তর দিলেন, ইহারা শুধু জানিবার জন্যই প্রশ্ন করিতেছে, আমল করিবে না। তিনি বলিলেন, সেই যাতে পাকের কসম, যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, তুমি সত্য বলিয়াছ। (বায্যার)

কোন বিষয় ঘটিবার পূর্বে জিজ্ঞাসা না করা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন যে, হে লোকেরা, যাহা ঘটে নাই তাহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিও না। কারণ, হযরত ওমর (রাঃ) তাহার উপর লানত করিতেন যে এমন কথা জিজ্ঞাসা করে যাহা এখনও ঘটে নাই।

তাউস (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, কাহারো জন্য এমন কথা জিজ্ঞাসা করা জায়েয নাই যাহা এখনও সংঘটিত হয় নাই। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা যাহা কিছু সংঘটিত হইবে উহা সম্পর্কে ফয়সালা করিয়া দিয়াছেন।

হযরত খারেজা (রহঃ) তাঁহার পিতা হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহাকে কেহ কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উহা সংঘটিত হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা না করিয়া নিজের রায় প্রকাশ করিতেন না। যদি ঘটিয়াছে এমন হয়, তবে বলিতেন। খারেজা (রহঃ) বলেন, তাঁহাকে কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিতেন, ঘটিয়াছে কি? তাহারা হয়ত বলিত, হে আবু সাঈদ, ঘটে নাই, তবে আমরা ভবিষ্যতের জন্য জানিয়া রাখিতেছি। তিনি বলিতেন, রাখ, যখন ঘটিবে তখন বলিয়া দিব।

মাসরুক (রহঃ) বলেন, আমি হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)কে কোন এক মাসআলা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এরূপ ঘটিয়াছে কি? আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, যতক্ষণ না ঘটে আমাকে আরাম করিতে দাও।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, যতক্ষণ না ঘটে আমাকে আরাম করিতে দাও।

www.BANGLAKITAB.com

যখন ঘটিবে তখন তোমাকে বলিতে চেষ্টা করিব।

আমের (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আম্মার (রাঃ)কে কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, এ যাবৎ ঘটিয়াছে কি? তাহারা বলিল, না। তিনি বলিলেন, যতক্ষণ না ঘটে আমাদিগকে অবসর দাও। যখন ঘটিবে তোমার জন্য কষ্ট করিব।

কুরআন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া এবং লোকসম্মুখে কুরআন পাঠ করা

কুরআন শিক্ষার প্রতি উৎসাহ দান

হযরত আবু উমামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি অমুক খান্দানের মীরাসে প্রাপ্ত অংশ খরিদ করিয়াছি এবং উহাতে এত এত মুনাফা অর্জন করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাকে ইহা অপেক্ষা অধিক মুনাফার জিনিস বলিব কি? সে বলিল, তাহাও কি হয়? তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি দশটি আয়াত শিক্ষা করিয়াছে (সে ইহা অপেক্ষা অধিক মুনাফা অর্জন করিয়াছে) সে ব্যক্তি যাইয়া দশটি আয়াত শিক্ষা করিয়া আসিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাইল। (তাবরানী)

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি সূরা শিক্ষা দিব না যাহার মত কোন সূরা তাওরাত, ইঞ্জিল,জাবুর ও কুরআন কোথাও নাই? আমি বলিলাম, নিশ্চয়ই। তিনি বলিলেন, আমি আশা করি এই দরজা দিয়া বাহির হইবার পূর্বেই তুমি উহা শিক্ষা করিতে পারিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠিলেন। আমিও তাঁহার সহিত উঠিলাম। তিনি আমার হাত ধরিয়া কথা বলিতে বলিতে চলিলেন। তিনি আমাকে সেই সূরাটি বলিবার পূর্বে বাহির হইয়া না পড়েন এই আশঙ্কায় আমি একটু পিছনে ধীরে চলিতেছিলাম। যখন দরজার নিকট পৌঁছিলাম তখন বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সেই সুরাটি, যাহা বলিবার ওয়াদা করিয়াছেন?

তিনি বলিলেন, যখন নামাযে দাঁড়াও তখন কি পড়? আমি সূরা ফাতেহা পড়িলাম। তিনি বলিলেন, ইহাই, ইহাই, ইহাই সেই 'আস্সাবউল মাসানী' যাহা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন যে, আমাকে দান করিয়াছেন।

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ

অর্থ ঃ আর আমি আপনাকে সাতটি আয়াত (সূরা ফাতেহা) দান করিয়াছি—যাহা বার বার (নামাযে) পাঠ করা হয়। এবং মহান কুরআন দান করিয়াছি। (কান্য)

দাঁড়াইয়া কুরআন পড়ান

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদিন হযরত আবু তালহা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তিনি আসহাবে সুফ্ফাদিগকে দাঁড়াইয়া কুরআন পড়াইতেছেন,আর ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথরের একটি টুকরা বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, যাহাতে মেরুদণ্ড সোজা থাকে। (আবু নুআঈম)

হযরত আবু মূসা (রাঃ)এর কুরআন শুনাইবার ঘটনা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত আবু মূসা (রাঃ) আপন ঘরে বসিলেন, লোকজন তাঁহার নিকট জমা হইল। তিনি তাহাদিগকে কুরআন পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি কি আপনাকে আবু মূসা সম্পর্কে আশ্চর্য খবর শুনাইব? তিনি আপন ঘরে বসিয়া আছেন। লোকজন তাঁহার নিকট জমা হইয়াছে আর তিনি তাহাদিগকে কুরআন পড়িয়া শুনাইতেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কি আমাকে এমন জায়গায় বসাইয়া দিতে পার যে তাহাদের কেহ আমাকে দেখিতে না পায়? সে বলিল, হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহির হইলেন, উক্ত ব্যক্তি তাঁহাকে এমন জায়গায় বসাইয়া দিল যে, তাঁহারা কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। তিনি হযরত আবু মূসা (রাঃ)এর

WWW.BANGLAKITAB.COM

কেরাআত শুনিয়া বলিলেন, সে (অর্থাৎ আবু মূসা (রাঃ)) দাউদী বংশের সূরে কুরআন পড়িতেছে। (কান্য)

হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) আমাকে হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট পাঠাইলেন। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আশআরী (আবু মূসা)কে কি অবস্থায় ছাড়িয়া আসিয়াছ? আমি বলিলাম, আমি তাঁহাকে এমন অবস্থায় ছাড়িয়া আসিয়াছি যে, তিনি লোকদিগকে কুরআন শিক্ষা দিতেছেন। তিনি বলিলেন, শুনিয়া রাখ, লোকটি অত্যন্ত বুদ্ধিমান। তুমি তাঁহাকে আমার এই উক্তি শুনাইও না। অতঃপর বলিলেন, গ্রামবাসীদের কি অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছ? আমি বলিলাম, আপনি কি আশআরীগণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তিনি বলিলেন, না বরং বসরাবাসীগণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমি বলিলাম, বসরাবাসীগণ যদি তাহাদের সম্পর্কে আপনার এই উক্তি (অর্থাৎ তাহাদিগকে গ্রাম্য বলিয়াছেন) শুনিতে পায় তবে তাহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইবে। তিনি বলিলেন, তুমি তাহাদের নিকট এই কথা পৌঁছাইও না। অবশ্যই তাহারা গ্রাম্য। হাঁ, আল্লাহ পাক যদি তাহাদের কাহাকেও আল্লাহর রাহে জেহাদ করিবার তৌফিক দান করেন। (তবে সে আর গ্রাম্য থাকিবে না) (আবু নুআঈম)

আবু রাজা আলউতারিদী (রহঃ) বলেন, হযরত আবু মূসা (রাঃ) এই বসরার মসজিদে আমাদের নিকট আসিয়া হালকায় (মজলিসে) বসিতেন। সে দৃশ্য যেন এখনও আমি দেখিতেছি যে, দুইটি চাদর পরিধান করিয়া তিনি আমাকে কুরআন শিক্ষা দিতেছেন। আমি সূরা আলাক তাঁহার নিকট হইতেই শিখিয়াছি। আবু রাজা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এই সূরাই সর্বপ্রথম নাযিল হইয়াছিল।

হযরত আলী (রাঃ)এর কুরআন ইয়াদ করা

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর আমি কসম খাইলাম যে, যতক্ষণ না সম্পূর্ণ কুরআন মজীদ

আমি (অন্তরে) জমা করিব শরীর হইতে চাদর নামাইব না। সুতরাং আমি সম্পূর্ণ কুরআন মজীদ ইয়াদ করিয়া চাদর খুলিয়াছি।

চার বৎসরে সূরা বাকারা শিক্ষা করা

মাইমুন (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) সূরা বাকারা চার বৎসরে শিখিয়াছেন।

হযরত সালমান (রাঃ)এর ঘটনা

ওবায়েদ ইবনে আবি জা'দ (রহঃ) আশজা' গোত্রের এক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মাদায়েনের মসজিদে হযরত সালমান (রাঃ)এর আগমন সংবাদ পাইয়া লোকেরা তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিতে লাগিল। প্রায় এক হাজার লোক একত্রিত হইয়া গেল। তিনি দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, বস, বস। সকলে বসিয়া গেলে তিনি সূরা ইউসূফ তেলাওয়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। লোকজন এক এক করিয়া উঠিয়া যাইতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত একশত জনের মত অবশিষ্ট রহিয়া গেল। তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, তোমরা অবাস্তব ওয়াজ শুনিবে আশা করিয়াছিলে। কিন্তু যেই আমি তোমাদের সম্মুখে আল্লাহর কিতাব পড়িতে আরম্ভ করিলাম তখন তোমরা চলিয়া গেলে। (আবু নুআঈম)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর কুরআন শিক্ষা দিবার পদ্ধতি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) যাহাকে একটি আয়াত শিক্ষা দিতেন তাহাকে বলিতেন, এই একটি আয়াত সেই সকল জিনিস হইতে উত্তম যাহার উপর সূর্য উদিত হয় অথবা বলিতেন, যমীনের বুকে যাহা কিছু আছে তাহা অপেক্ষা উত্তম। এইরূপে কুরআনের প্রত্যেক আয়াত সম্পর্কে বলিতেন।

অন্য রেওয়ায়াতে আছে যে, সকাল বেলা লোকজন (কুরআন শিক্ষার জন্য) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর বাড়ীতে আসিলে তিনি

www.BANGLAKITAB.com

বলিতেন, তোমরা নিজ নিজ স্থানে বসিয়া যাও। তারপর তিনি যাহাদিগকে কুরআন শিক্ষা দিতেন তাহাদের নিকট আসিয়া বলিতেন, হে অমুক, তুমি কোন সূরা পর্যন্ত শিখিয়াছ? সে আয়াত উল্লেখ করিলে তিনি তাহাকে পরবর্তী আয়াত বলিয়া দিতেন। তারপর বলিতেন, শিখ, কারণ ইহা তোমার জন্য আসমান যমীনের মধ্যে সকল জিনিস হইতে উত্তম। এইরূপে শিক্ষার্থীর মনে প্রত্যেক আয়াত সম্পর্কে এই ধারণা জন্মিত যে, ইহা হইতে উত্তম আয়াত কুরআন মজীদে আর নাই। এইভাবে প্রত্যেকের নিকট যাইয়া তাহাকে এইরূপে এক এক আয়াত করিয়া শিক্ষা দিতেন। (তাবরানী)

কুরআন শিক্ষার প্রতি উৎসাহ দান

অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিতেন, তোমরা এই কুরআন শিক্ষা কর। কারণ ইহা আল্লাহ পাকের দস্তরখান। তোমরা যে পার সাধ্যমত আল্লাহর দস্তরখান হইতে গ্রহণ কর। শিক্ষার দ্বারাই এল্‌ম অর্জন হয়। অন্য রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, এই কুরআন আল্লাহর দস্তরখান। যে উহা হইতে কিছু শিখিতে পারে সে যেন শিখিয়া লয়। কারণ যে ঘরে আল্লাহর কিতাব হইতে কিছুই নাই সে ঘর মঙ্গল হইতে সর্বাধিক শূন্য। আর যে ঘরে আল্লাহর কিতাব হইতে কিছু অংশও নাই উহা এমন অনাবাদ ঘরের মত যাহাকে আবাদ করার কেহ নাই। যে ঘরে সূরা বাকারার তেলাওয়াত শুনা যায় সে ঘর হইতে শয়তান বাহির হইয়া যায়।

হাসান (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি হযরত ওমর (রাঃ)এর দ্বারে বেশী আসা-যাওয়া করিত। একদিন তিনি তাহাকে বলিলেন, যাও, আল্লাহর কিতাব শিক্ষা কর। ইহার পর তাহার আর সাক্ষাৎ পাইলেন না। কিছুদিন পর তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে সামান্য তিরস্কার করিলেন। সে ব্যক্তি বলিল, আমি আল্লাহর কিতাবে এমন জিনিস পাইয়াছি যাহা আমার নিকট ওমরের দ্বারকে নিষ্প্রয়োজন করিয়া দিয়াছে। (কান্‌য)

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কি পরিমাণ কুরআন শিক্ষা করা উচিত

হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অন্ততঃপক্ষে ছয়টি সূরা শিক্ষা করা অত্যন্ত জরুরী। দুই সূরা ফজরের নামাযের জন্য, দুই সূরা মাগরিবের নামাযের জন্য ও দুই সূরা এশার নামাযের জন্য।

হযরত মেছওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তোমরা সূরা বাকারাহ, সূরা নেসা, সূরা মায়েদাহ, সূরা হজ্ব ও সূরা নূর শিক্ষা কর। কারণ ইহাতে ফারায়েজ বর্ণিত হইয়াছে।

হারেসা ইবনে মুদাররিব (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) আমাদের নিকট লিখিলেন যে, তোমরা সূরা নেসা, সূরা আহযাব ও সূরা নূর শিক্ষা কর।

বায়হাকীর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা সূরা বারাআত শিক্ষা কর এবং তোমাদের মেয়েদেরকে সূরা নূর শিক্ষা দাও। আর তাহাদিগকে রূপার অলঙ্কার পরিধান করাও। (কান্‌য)

যাহার কুরআন পড়িতে কষ্ট হয় সে কি করিবে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হযরত আবু রায়হানা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলাম, আমি কুরআন পাক স্মরণ রাখিতে পারি না এবং পড়িতে কষ্ট হয়। তিনি বলিলেন, নিজের উপর তোমার অসাধ্য বোঝা চাপাইও না। তুমি অধিক পরিমাণে সেজদা কর। বর্ণনাকারী ওমায়রা (রহঃ) বলেন, হযরত আবু রায়হানা (রাঃ) যখন আসকালানে আসিলেন, তখন আমি দেখিলাম, তিনি অধিক পরিমাণে সেজদা করেন। (অর্থাৎ কেরাআত দীর্ঘ না করিয়া সংক্ষিপ্ত নামায পড়েন, যাহাতে সেজদা বেশী হয়।) (ইসাবাহ)

www.BANGLAKITAB.com

কুরআন চর্চাকে প্রাধান্য দেওয়া

হযরত ওমর (রাঃ)এর উপদেশ

হযরত কারাজাহ ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, আমরা ইরাকের উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) আমাদের সহিত 'সেরার' পর্যন্ত পায়দল হাঁটিয়া আসিয়া অযূ করিলেন। তারপর বলিলেন, আমি কেন তোমাদের সহিত পায়ে হাঁটিয়া আসিলাম, তোমরা কি জান? তাহারা সকলে বলিলেন, হাঁ, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা, (আমাদের সম্মানার্থে) আপনি আমাদের সহিত হাঁটিয়াছেন। তিনি বলিলেন, তোমরা এমন এক গ্রামবাসীর নিকট পৌঁছিবে যাহাদের কুরআন পড়ার গুঞ্জন মৌমাছির গুঞ্জনের ন্যায় শুনিতে পাইবে। কাজেই প্রথমেই তাহাদিগকে হাদীস শুনাইতে আরম্ভ করিও না। অন্যথায় তাহারা তোমাদিগকে (হাদীসের মধ্যে) মশগুল করিয়া দিবে। কুরআনকে (অন্য জিনিস হইতে) পৃথক রাখিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে (হাদীসের) রেওয়ায়াত কম করিবে। তোমরা যাও। আমিও তোমাদের সহিত শরীক আছি। অতঃপর হযরত কারাজাহ (রাঃ) যখন ইরাকে পৌঁছিলেন, তাহারা বলিল, আমাদিগকে হাদীস শুনান। তিনি বলিলেন, আমাদিগকে হযরত ওমর (রাঃ) নিষেধ করিয়াছেন। (হাকেম)

অন্য রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা তাহাদিগকে হাদীস শুনাইয়া (কুরআন হইতে) বিমুখ করিয়া হাদীস চর্চায় মশগুল করিয়া দিও না। কুরআনকে (অন্য জিনিস হইতে) পৃথক রাখিও।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আমাদিগকে বলিলেন, আমি তোমাদের সহিত কেন বাহির হইলাম,জান? আমরা বলিলাম, আমাদিগকে বিদায় জানাইবার জন্য ও আমাদিগকে সম্মানিত করিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছেন। তিনি বলিলেন, ইহা ব্যতীত আরো একটি উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছি.....। বাকী অংশ উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে।

যাহারা কুরআনের অস্পষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করে তাহাদের প্রতি কঠোর ব্যবহার

সাবীগ ইরাকীর ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর গোলাম হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাবীগ ইরাকী মুসলমান সৈন্যদের মধ্যে কুরআনের কতিপয় বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়া বেড়াইত। সে যখন এইরূপ করিতে করিতে মিসর পৌঁছিল। তখন হযরত আমর ইবনে আ'স (রাঃ) তাহাকে ধরিয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর নিটক প্রেরণ করিলেন। পত্রবাহক যখন হযরত ওমর (রাঃ) নিকট পত্র দিলেন, হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন লোকটি কোথায়? পত্রবাহক বলিলেন, সে কাফেলার মধ্যে আছে। তিনি বলিলেন, তাহাকে লক্ষ্য রাখিবে। সে যদি পালাইয়া যায় তবে তুমি কঠিন শাস্তি পাইবে। পরে যখন সে হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট উপস্থিত হইল তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি বিষয়ে প্রশ্ন কর? সে উহা বর্ণনা করিল। হযরত ওমর (রাঃ) আমার নিকট কিছু খেজুরের ডাল চাহিয়া পাঠাইলেন। তারপর উহা দ্বারা তাহাকে এমনভাবে প্রহার করিলেন যে, তাহার পিঠে জখম হইয়া গেল। তারপর সুস্থ হওয়া পর্যন্ত কিছু বলিলেন না। সুস্থ হইলে আবার প্রহার করিলেন। আবার সুস্থ হওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত রহিলেন। অতঃপর যখন তাহাকে মারিবার জন্য ডাকিলেন তখন সাবীগ বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি যদি আমাকে মারিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন তবে সুন্দর রূপে মারিয়া ফেলুন। আর যদি আমার চিকিৎসা উদ্দেশ্য হইয়া থাকে তবে আমি সুস্থ হইয়া গিয়াছি। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে নিজের দেশে ফিরিবার অনুমতি দিলেন, এবং হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)এর নিকট এই মর্মে চিঠি লিখিলেন যে, কোন মুসলমান যেন তাহার সহিত মেলামেশা না করে। এই আদেশ লোকটির জন্য কঠিন হইয়া দাঁড়াইলে হযরত আবু মূসা (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)কে লিখিলেন যে, লোকটির অবস্থা ভাল হইয়া গিয়াছে। সুতরাং হযরত ওমর (রাঃ) উত্তরে লিখিলেন যে, এখন লোকদের তাহার সহিত মেলামেশা করিতে অনুমতি দাও। (দারামী)

www.BANGLAKITAB.com

সুলাইমান ইবনে ইয়াসার (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, বনু তামীম গোত্রের সাবীগ ইবনে ইস্‌ল নামক এই ব্যক্তি মদীনায় আসিল। তাহার নিকট কতিপয় কিতাব ছিল। সে কুরআনের অস্পষ্ট মর্ম বিশিষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কে লোকদেরকে প্রশ্ন করিতে লাগিল। হযরত ওমর (রাঃ) সংবাদ পাইয়া তাহার জন্য কিছু খেজুরের ডাল তৈয়ার করিয়া তাহাকে ডাকিলেন। সে উপস্থিত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? সে বলিল, আমি আল্লাহর বান্দা—সাবীগ। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি আল্লাহর বান্দা—ওমর। এবং তাহার প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। অতঃপর তাহাকে সেই সকল খেজুর ডাল দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। তাহাকে প্রহার করিতে করিতে জখমী করিয়া দিলেন। তাহার চেহারার উপর রক্ত বাহিয়া পড়িতে লাগিল। সে বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, যথেষ্ট হইয়াছে। খোদার কসম, আমার মাথায় যাহা ছিল তাহা বাহির হইয়া গিয়াছে। (কান্য)

আবু ওসমানের রেওয়ায়াতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) আমাদের নিকট লিখিলেন যে, তোমরা তাহার সহিত উঠাবসা করিও না। আবূ ওসমান (রহঃ) বলেন, ইহার পর সাবীগ আমাদের শত লোকের মধ্যে আসিলেও আমরা সকলেই যে যার মত সরিয়া পড়িতাম।

অপর রেওয়ায়াতে আছে যে, সাবীগ তাহার কাওমের মধ্যে মাননীয় ছিল। কিন্তু ইহার পর সে সকলের নিকট হেয় হইয়া গেল।

অপর একটি ঘটনা

হাসান (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কতিপয় লোক মিসরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)এর সহিত দেখা করিয়া বলিল, আমরা আল্লাহর কিতাবে কিছু জিনিস এমন দেখিতে পাই যাহার উপর আল্লাহ তায়ালা আমল করার আদেশ করিয়াছেন কিন্তু উহার উপর আমল হইতেছে না। কাজেই আমরা এ ব্যাপারে আমীরুল মুমিনীনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। তাহারা মদীনায় আগমন করিলে তিনিও তাহাদের সহিত আসিলেন। হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, মিসরে আমার সহিত কিছু লোকের সাক্ষাৎ হইয়াছে। তাহারা বলিতেছে

যে, 'আমরা আল্লাহর কিতাবে কতিপয় বিষয় এমন দেখিতেছি যাহার উপর আমল করার আদেশ করা হইয়াছে অথচ আমল করা হইতেছে না।' তাহারা এ ব্যাপারে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি তাহাদিগকে আমার সম্মুখে একত্রিত করিয়া দাও। তিনি তাহাদিগকে তাঁহার সম্মুখে একত্রিত করিয়া দিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাদের মধ্যে সর্ব নিকটবর্তী লোকটিকে বলিলেন, আমি তোমাকে আল্লাহ ও ইসলামের হকের কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কি সম্পূর্ণ কুরআন পড়িয়াছ? সে বলিল, হাঁ। তারপর বলিলেন, তুমি কি উহাকে তোমার ভিতরে আয়ত্ব করিয়াছ? সে বলিল, না। বলিলেন, তুমি কি উহাকে তোমার চোখের ভিতর আয়ত্ব করিয়াছ? সে বলিল, না। বলিলেন, তুমি কি উহাকে তোমার মুখের ভিতর আয়ত্ব করিয়া লইয়াছ? (অর্থাৎ মুখস্থ করিয়াছ?) সে বলিল, না। বলিলেন, তুমি কি উহাকে আমলের দ্বারা সম্পূর্ণ আয়ত্ব করিয়া ফেলিয়াছ? সে বলিল, না। এইরূপে এক এক করিয়া প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিয়া সর্বশেষ ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছিলেন। তারপর বলিলেন, ওমরের মা পুত্রহারা হউক! তোমরা কি তাহাকে ইহার উপর বাধ্য করিতেছ যে, সে সকল লোককে আল্লাহর কিতাবের উপর কায়েম করিবে? অথচ আমাদের রব জানেন যে, আমাদের দ্বারা অনেক গুনাহ হইবে। তারপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করিলেন ঃ

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا

অর্থ ঃ যে সমস্ত কাজ হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করা হইয়া থাকে তন্মধ্যে যেগুলি বড় বড় কাজ (গুনাহ) যদি তোমরা তাহা হইতে পরহেয কর, তবে আমি তোমাদের ছোট ছোট গুনাহগুলি তোমাদিগ হইতে মোচন করিয়া দিব এবং তোমাদিগকে একটি সম্মানিত স্থানে দাখিল করিবে।

তোমাদের আগমনের উদ্দেশ্য কি মদীনাবাসী জানিতে পারিয়াছে? তাহারা বলিল, না। তিনি বলিলেন, যদি তাহারা জানিতে পারে তবে তোমাদিগকে উচিত শিক্ষা দিব। (কান্য)

WWW.BANGLAKITAB.COM

কুরআন শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষা করার উপর পারিশ্রমিক গ্রহণ করাকে অপছন্দ করা

হযরত ওবাদাহ (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন কাজে মশগুল থাকিতেন। কেহ হিজরত করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে আমাদের কাহারো সোপর্দ করিতেন। সে তাহাকে কুরআন শিক্ষা দিত। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট এক ব্যক্তিকে সোপর্দ করিলেন। আমি তাহাকে রাত্রিতে আমার ঘরের খানা খাওয়াইতাম ও কুরআন শিখাইতাম। যখন সে নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া গেল তখন সে নিজের উপর হক মনে করিয়া আমাকে একটি ধনুক হাদিয়া দিল। আমি উহা অপেক্ষা উত্তম ধনুক ও ধনুকের তার কখনও দেখি নাই। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি ইহা কেমন মনে করেন? তিনি বলিলেন, তুমি যদি উহা কাঁধে লও অথবা বলিলেন, কাঁধে ঝুলাও তবে উহা তোমার উভয় কাঁধের মাঝে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইবে। (কান্য)

হযরত উবাই (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) এক ব্যক্তিকে কুরআন শরীফের একটি সূরা শিক্ষা দিয়াছিলেন। সে ব্যক্তি তাঁহাকে একটি কাপড় অথবা একটি পশমী কাপড় হাদিয়া দিল। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তুমি যদি উহা গ্রহণ কর তবে তোমাকে আগুনের কাপড় পরানো হইবে। অন্য রেওয়ায়াতে আছে, হযরত উবাই (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি এক ব্যক্তিকে কুরআন শিক্ষা দিয়াছিলাম। সে আমাকে একটি ধনুক হাদিয়া দিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত বিষয়ে এই হাদীস এরশাদ করিয়াছেন। (কান্য)

হযরত তোফায়েল ইবনে আমর (রাঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব(রাঃ) আমাকে কুরআন শিক্ষা দিলেন। আমি তাহাকে একটি ধনুক

হাদিয়া দিলাম। তিনি সকালবেলা উহা কাঁধে ঝুলাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে উবাই! কে তোমাকে এই ধনুক দিয়াছে? তিনি উত্তর দিলেন, তোফায়েল ইবনে আমর দাউসী। আমি তাহাকে কুরআন পড়াইয়াছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, জাহান্নামের টুকরাস্বরূপ তুমি ইহা কাঁধে ঝুলাইতে পার। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তবে আমরা যে তাহাদের খানা খাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, অবশ্য খানা যদি তাহারা অন্যের জন্য তৈয়ার করিয়া থাকে আর তুমি সেখানে উপস্থিত হও তবে কোন অসুবিধা নাই। কিন্তু যে খানা তোমার উদ্দেশ্যে তৈয়ার করা হইয়াছে উহা হইতে যদি তুমি খাও তবে তুমি তোমার (আখেরাতের) অংশ খাইবে। (কান্য)

হযরত আওফ (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তাঁহার সহিত এক ব্যক্তি ছিল যাহাকে তিনি কুরআন শিখাইতেন। সে তাঁহাকে একটি ধনুক হাদিয়া দিলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উহা সম্পর্কে আলোচনা করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আওফ, তুমি কি দুই কাঁধের মাঝে জাহান্নামের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লইয়া আল্লাহর সহিত মুলাকাত করিতে চাহ? (কান্য)

মুসান্না ইবনে ওয়ায়েল (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুস্‌র (রাঃ)এর খেদমতে উপস্থিত হইলে তিনি আমার মাথায় হাত বুলাইলেন। আমি তাঁহার হাতের উপর আমার হাত রাখিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁহাকে শিক্ষকের পারিশ্রমিক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, এক ব্যক্তি একটি ধনুক ঝুলাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার ধনুকটি খুবই পছন্দ করিয়া বলিলেন, তোমার ধনুকটি ভারী সুন্দর! তুমি কি উহা খরিদ করিয়াছ? সে বলিল, না। আমি এক ব্যক্তির ছেলেকে কুরআন পড়াইয়াছি। সে আমাকে ইহা হাদিয়া দিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.BANGLAKITAB.com

ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কি ইহা পছন্দ করিবে যে, আল্লাহ তায়ালা তোমার কাঁধে একটি আগুনের ধনুক ঝুলাইয়া দেন? সে বলিল, না। তিনি বলিলেন, তবে উহা ফিরাইয়া দাও। (তাবরানী)

কুরআন শিক্ষার উপর ভাতা প্রদান

উসায়ের ইবনে আমর (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) যখন এই সংবাদ পাইলেন যে, হযরত সা'দ (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করিবে আমি তাহাকে দুই হাজার ভাতা প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিব তখন তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, হায় হায়! আল্লাহর কিতাবের বিনিময়েও (ভাতা) দেওয়া হইতেছে!

সা'দ ইবনে ইবরাহীম (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) তাহার কোন শাসকের নিকট এই মর্মে পত্র লিখিলেন যে, 'লোকদেরকে কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে (ভাতা) প্রদান কর।' উক্ত শাসক তদুত্তরে তাঁহার নিকট লিখিলেন যে, 'আপনি লিখিয়াছেন যে, কুরআন শিক্ষার উপর লোকদেরকে (ভাতা) প্রদান কর।' ইহা শুনিয়া এমন লোকও কুরআন শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে যাহাদের যুদ্ধ ব্যতীত কোন কিছুতে আগ্রহ নাই। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) লিখিলেন, লোকদেরকে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) আত্মীয়তা ও সুহবাত ভিত্তিতে (ভাতা) প্রদান কর।

কুরআনের বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ

মুজাহিদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলিয়াছেন, হে এল্‌ম ও কুরআনের বাহকগণ, তোমরা এল্‌ম ও কুরআনের বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ করিও না। অন্যথায় যেনাকারগণ তোমাদের পূর্বে জান্নাতে চলিয়া যাইবে।

লোকদের মধ্যে কুরআন চর্চার অধিক প্রচলনে মতবিরোধের আশঙ্কা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর আশঙ্কা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি একবার হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নিকট বসিয়াছিলাম। এমন সময় তাঁহার নিকট একটি চিঠি আসিল যে, কুফাবাসীদের মধ্যে এত এত লোক কুরআন পড়িয়াছে। তিনি তকবীর দিলেন, 'আল্লাহ তায়ালা তাঁহার প্রতি রহমত নাযেল করুন। আমি বলিলাম 'বিরোধ বাঁধিয়া গিয়াছে।' তিনি বলিলেন, আহ! তুমি কি জান, এবং তিনি অসন্তুষ্ট হইলেন। আমি ঘরে চলিয়া আসিলাম। তারপর তিনি আমার নিকট লোক পাঠাইলে আমি আসিতে পারিব না বলিয়া ওযর করিলাম। তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে কসম দিতেছি, তুমি আস। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি আসিলে তিনি বলিলেন, তুমি কি যেন বলিয়াছিলে? আমি বলিলাম, আস্তাগফিরুল্লাহ! আমি এমন কথা আর বলিব না। তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে কসম দিতেছি, তুমি আবার বল। আমি বলিলাম, আপনি বলিয়াছেন,আমার নিকট পত্র আসিয়াছে যে, এত এত লোক কুরআন পড়িয়াছে। তদুত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, 'বিরোধ বাঁধিয়া গিয়াছে।' তিনি বলিলেন, তুমি কিরূপে বুঝিলে? আমি বলিলাম, আমি কুরআনে পড়িয়াছি—

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ ..... وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

অর্থ ঃ 'আর কোন কোন মানুষ এমনও আছে যে, আপনার নিকট তাহার আলাপ-আলোচনা যাহা শুধু পার্থিব উদ্দেশ্যেই হয়' চিত্তাকর্ষক মনে হয় এবং সে আল্লাহকে হাজির নাযির বর্ণনা করে নিজের অন্তরস্থ বিষয়ের প্রতি, অথচ সে বিরোধিতায় কঠোর। এবং যখন প্রস্থান করে, তখন এই চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ায় যে, দেশে অশান্তির সৃষ্টি করিবে এবং শস্য ও জীবজন্তু বিনষ্ট করিয়া দিবে। আর আল্লাহতায়ালা ফাসাদ পছন্দ করেন না।'

WWW.BANGLAKITAB.COM

যখন তাহারা এইরূপ করিবে কুরআন পাঠকারী কখনও ধৈর্যধারণ করিতে পারিবে না। তারপর পড়িলাম—

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

অর্থ ঃ 'আর যখন কেহ তাহাকে বলে, আল্লাহকে ভয় কর, তখন অহংকার তাহাকে পাপের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। সুতরাং এই প্রকৃতির লোকের যথোপযুক্ত শাস্তি—জাহান্নাম; আর ইহা কি নিকৃষ্টতম বিশ্রামাগার ! আর কতক লোক এমনও আছে, যাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য স্বীয় জীবন পর্যন্ত কুরবান করিয়া দেয়। এবং আল্লাহ (এরূপ) বান্দাদের (অবস্থার) প্রতি খুবই করুণাময়।'

হযরত ওমর (রাঃ) শুনিয়া বলিলেন, সেই যাতে পাকের কসম যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, তুমি সত্য বলিয়াছ। (হাকেম)

অপর একটি ঘটনা

আবদুল্লাহ ইবনে ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওমায়ের (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর সঙ্গে তাহার হাত ধরিয়া ছিলেন। এমন সময় হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমার মনে হয় জনসাধারণের মধ্যে কুরআন প্রসার লাভ করিয়াছে। আমি বলিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন, আমি ইহা পছন্দ করি না। তিনি আমার হাত হইতে নিজহাত টানিয়া লইয়া বলিলেন, কেন? আমি বলিলাম, কারণ যখন তাহারা কুরআন পড়িবে তখন তাহারা উহার তত্ত্বানুসন্ধানে লাগিয়া যাইবে। আর যখন তত্ত্বানুসন্ধানে লাগিবে তখন বিরোধ বাঁধিবে। আর যখন বিরোধ বাঁধিবে তখন একে অন্যের গর্দান

মারিতে আরম্ভ করিবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ইহার পর তিনি আমাকে দূরে সরাইয়া দিলেন ও পরিত্যাগ করিলেন। আমি এই অবস্থায় কিরূপে যে সারাদিন কাটাইলাম তাহা আল্লাহই জানেন। তারপর জোহরের সময় তাহার পক্ষ হইতে লোক আসিয়া বলিল, আমীরুল মুমিনীনের ডাকে সাড়া দিন। আমি তাঁহার নিকট গেলে তিনি বলিলেন, তুমি কি বলিয়াছিলে? আমি পূর্ব কথার পুনরাবৃত্তি করিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, প্রকৃতপক্ষে আমি কথাটি লোকদের নিকট হইতে গোপন করিতেছিলাম।

কারীদের উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)দের নসীহত

হযরত ওমর (রাঃ)এর নসীহত

কেনানাহ আদভী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বিভিন্ন সেনানায়কদের নিকট এই মর্মে চিঠি লিখিলেন যে, আমার নিকট সকল হাফেযে কুরআনদের নাম পাঠাও। আমি তাহাদিগকে সম্মানসূচক ভাতা প্রদান করিব। এবং লোকদের কুরআন শিক্ষা দিবার জন্য আমি তাহাদিগকে দেশে দেশে প্রেরণ করিব। ইহার উত্তরে হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) লিখিলেন যে, আমার অত্র এলাকায় হাফেযে কুরআনদের সংখ্যা তিনশতের উপরে পৌঁছিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাদের উদ্দেশ্যে এই চিঠি লিখিলেন—বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম,

আল্লাহর বান্দা ওমরের পক্ষ হইতে আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস ও তাহার সঙ্গী হাফেযে কুরআনদের প্রতি। সালামুন আলাইকুম, অতঃপর নিশ্চয়ই এই কুরআন তোমাদের জন্য সওয়াবের বস্তু হইবে। তোমাদের জন্য সম্মানের বস্তু ও (আখেরাতের) সঞ্চয় হইবে। তোমরা কুরআনকে অনুসরণ কর।কুরআন যেন তোমাদের অনুসারী না হয়। কারণ কুরআন যাহার অনুসারী হয় তাহাকে উহা ঘাড়ে ধাক্কা দিয়া জাহান্নামে ফেলিয়া দিবে। আর যে ব্যক্তি কুরআনকে অনুসরণ করিবে, কুরআন তাহাকে জান্নাতুল ফেরদাউসে পৌঁছাইয়া দিবে। যথাসম্ভব কুরআন যেন তোমাদের জন্য সুপারিশকারী হয়, তোমাদের বিপক্ষে বাদি না হয়। কারণ কুরআন যাহার জন্য সুপারিশ করিবে সে জান্নাতে

www.BANGLAKITAB.com

প্রবেশ করিবে। আর কুরআন যাহার বিরুদ্ধে বাদী হইবে সে জাহান্নামে যাইবে। জানিয়া রাখ, এই কুরআন হেদায়াতের ফোয়ারা, এল্‌মের ফুলকুঁড়ি। ইহা রাহমানের নিকট হইতে নবাগত কিতাব। ইহার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা বহু অন্ধ চক্ষু, বধির কর্ণ ও রুদ্ধ দিলকে খুলিয়া দেন। আর জানিয়া রাখ, বান্দা যখন রাত্রে উঠিয়া মেসওয়াক করিয়া অযূ করে এবং তাকবীর বলিয়া (অর্থাৎ নামাযে দাঁড়াইয়া) কেরাত পড়ে তখন একজন ফেরেশতা তাহার মুখে মুখ রাখিয়া বলে, তেলাওয়াত কর, তেলাওয়াত কর ; অবশ্যই তুমি উত্তম ও তোমার জন্য (তেলাওয়াত) উত্তম। আর যদি সে অযূ করে, কিন্তু মেসওয়াক করে না, তবে ফেরেশতা তাহার তেলাওয়াতকে সংরক্ষণ করে, (অর্থাৎ উহা লিখিতে থাকে) অতিরিক্ত কিছু করে না। জানিয়া রাখ, নামাযে কুরআন তেলাওয়াত করা রক্ষিত ধনভাণ্ডার, অতি উত্তম জিনিস। কাজেই যথাসম্ভব বেশী পরিমাণে নামাযে কুরআন তেলাওয়াত কর। কারণ, নামায নূর। যাকাত দলীল। সবর আলো। আর রোযা ঢাল এবং কুরআন তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে হুজ্জাত বা প্রমাণ। কুরআনের সম্মান কর, উহার অসম্মান করিও না। কারণ, যে ব্যক্তি কুরআনের সম্মান করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার সম্মান করিবেন। আর যে কুরআনের অসম্মান করে সে নিজেই অসম্মানিত। আর জানিয়া রাখ, যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করে ও হেফয করে এবং উহার উপর আমল করে ও যাহা কুরআনে আছে উহাকে অনুসরণ করে, তাহার জন্য আল্লাহর নিকট একটি কবুল দোয়ার হক হইয়া যায়। তিনি ইচ্ছা হইলে দুনিয়াতেই উহার প্রতিদান দিয়া দিবেন অথবা তাহার আখেরাতের সঞ্চয় হিসাবে থাকিবে। আর জানিয়া রাখ, যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং আপন রবের উপর ভরসা করে তাহাদের জন্য আল্লাহর নিকট যাহা (রক্ষিত) আছে তাহা সর্বোত্তম ও স্থায়ী। (কান্য)

আবু কেনানাহ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু মূসা (রাঃ) কারীদিগকে একত্র করিলেন। প্রায় তিনশত লোক একত্রিত হইল। তিনি তাহাদের নিকট কুরআনের আযমত বর্ণনা করিলেন, এবং বলিলেন, নিশ্চয়ই এই কুরআন তোমাদের জন্য আজর ও সওয়াবের জিনিস হইবে অথবা তোমাদের জন্য (গুনাহের) বোঝা হইবে। তোমরা কুরআনকে অনুসরণ কর। কুরআন যেন

তোমাদের অনুসরণ না করে। কারণ যে ব্যক্তি কুরআনকে অনুসরণ করিবে কুরআন তাহাকে জান্নাতের বাগানে পৌঁছাইয়া দিবে। আর কুরআন যাহার অনুসরণ করিবে তাহাকে পাছায় ধাক্কা দিয়া জাহান্নামে ফেলিয়া দিবে।

হযরত আবু মূসা (রাঃ)এর নসীহত

আবুল আসওয়াদ দীলী (রহঃ) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু মূসা (রাঃ) কারীদিগকে জমা করিলেন, এবং বলিলেন, আমার নিকট এখানে হাফেযে কুরআন ব্যতীত আর কেহ আসিবে না। বলেন, আমরা প্রায় তিনশত জন জমা হইলাম। তিনি আমাদিগকে নসীহত করিয়া বলিলেন, তোমরা অত্র এলাকার কারী। তোমাদের পার্থিব আশা যেন লম্বা না হয়। অন্যথায় আহলে কিতাবগণের অন্তর যেমন কঠিন হইয়া গিয়াছে তোমাদের অন্তরও কঠিন হইয়া যাইবে। অতঃপর বলিলেন, কুরআনে একটি সূরা নাযিল হইয়াছিল। সুরাটি বড় হিসাবে এবং উহার মধ্যেকার কঠোর বিষয়বস্তু হিসাবে আমরা উহাকে সূরা বারাআতের সহিত তুলনা করিতাম। উক্ত সূরার একটি আয়াত আমার স্মরণ আছে—

لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِمَا وَادِيًا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ

অর্থ ঃ আদম সন্তানের নিকট যদি দুই ময়দান স্বর্ণ থাকে তবে অবশ্যই সে তৃতীয় ময়দানের অন্বেষণ করিবে। আদম সন্তানের উদর তো একমাত্র মাটিই পূর্ণ করিতে পারে।

অপর একটি সূরা নাযেল হইয়াছিল, যাহার প্রথমে সাব্বাহালিল্লাহ্ ছিল। আমরা উহাকে মুসাবিবহাতের (যে সকল সূরার প্রথমে সাব্বাহা আছে) সহিত তুলনা করিতাম। তন্মধ্য হইতে একটি আয়াত আমার স্মরণ আছে—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ـ فَتُكْتَبُ شَهَادَةً فِي أَعْنَاقِكُمْ ثُمَّ تُسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

www.BANGLAKITAB.com

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ, তোমরা কেন এমন কথা বল যাহা তোমরা করিবে না। অতঃপর উহা তোমাদের ঘাড়ে সাক্ষ্য রূপে লিপিবদ্ধ হইবে এবং কেয়ামতের দিন তোমরা উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবে। (আবু নুআঈম)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর নসীহত

ইবনে আসাকের (রহঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কতিপয় কুফাবাসী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে সালাম দিলেন, এবং বলিলেন, আল্লাহকে ভয় কর, কুরআনের বিষয়ে কলহ–বিবাদ করিয়া মতানৈক্য সৃষ্টি করিও না। কারণ কুরআনের কোন বিষয়বস্তুতে কোন প্রকার বিরোধ নাই। উহা বিস্মৃত হয় না। বারবার পড়ার দরুন উহা শেষ হইয়া যায় না। দেখিতেছ না, উহার মধ্যে ইসলামের বিধি–বিধান অর্থাৎ উহার পরিসীমা ও ফারায়েজ এবং আল্লাহ তায়ালার হুকুম সবই এক। যদি এমন হইত যে, দুইটি আয়াতের একটি কোন কাজ করিতে বলিতেছে এবং অপরটি উহা নিষেধ করিতেছে তবে বিরোধ আছে বলা যাইত। কিন্তু এমন কোথাও নাই, বরং কুরআন এইরূপ সর্ববিষয় ব্যাপৃত। আমি আশা করি তোমরা অন্য লোকদের অপেক্ষা অতি উত্তমরূপে এল্‌ম ও ফেকাহ্ আয়ত্ব করিতে পারিয়াছ। আমি যদি কাহারো সম্পর্কে জানিতে পারি যে, সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর উপর যে এল্‌ম অবতীর্ণ হইয়াছে উহা আমা হইতে অধিক জানে, আর উটে চড়িয়া তাহার নিকট পৌঁছা সম্ভব; তবে আমি আমার এল্‌মের সহিত আরো এল্‌ম বর্ধনের জন্য তাহার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইব। আর আমি জানি যে, প্রতি বৎসর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কুরআন একবার করিয়া পেশ করা হইত। আর তাঁহার ওফাতের বৎসর দুইবার পেশ করা হইয়াছে। আমি যখন তাহার সম্মুখে কুরআন পড়িতাম তিনি আমার সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতেন যে, আমি ভাল পড়ি। অতএব যে ব্যক্তি আমার কেরাআত শিক্ষা করিয়াছে, সে যেন অন্য কেরাআতের প্রতি আগ্রহী হইয়া আমার কেরাআতকে পরিত্যাগ না করে। আর যে ব্যক্তি যে কোন কেরআত শিক্ষা করিয়াছে সে যেন অন্য কিছুর প্রতি আগ্রহী হইয়া উহাকে পরিত্যাগ না করে। কারণ যে ব্যক্তি কুরআনের

কোন হরফকে অস্বীকার করিল সে যেন সম্পূর্ণ কুরআনকে অস্বীকার করিল। (কান্‌য)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর সঙ্গীগণের মধ্য হইতে হামদানের এক ব্যক্তি বলেন, যখন হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) মদীনায় ফিরিবার এরাদা করিলেন, তখন আপন সঙ্গীগণকে একত্রিত করিয়া বলিলেন, খোদার কসম, আমি আশা করি দ্বীন,ফেকাহ ও কুরআনের এল্‌মের বিষয়ে বর্তমানে অপরাপর মুসলিম সেনাদল অপেক্ষা তোমরা শীর্ষস্থান দখল করিয়াছ। অতঃপর বর্ণনাকারী দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। এবং উক্ত রেওয়ায়াতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, অবশ্যই কুরআনের বিষয়বস্তুতে কোনপ্রকার বিরোধ নাই। আর অধিক পরিমাণে পাঠ করার দরুন পুরাতন হয়না বা উহার মান কমিয়া যায় না। (আহমাদ)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, হাফেযে কুরআনের জন্য উচিত যে, লোকসমাজে সে পরিচিত হয় তাহার রাত্রি(কালীন এবাদতের) দ্বারা, যখন মানুষ ঘুমাইয়া পড়ে, তাহার দিনের (রোযা) দ্বারা, যখন লোকজন খাওয়া দাওয়া করে, তাহার ভারাক্রান্ত হৃদয় দ্বারা, যখন লোকজন আনন্দ–ফুর্তি করে ; তাহার কান্নাকাটির দ্বারা, যখন লোকজন হাসে, চুপ থাকার দ্বারা, যখন মানুষ বেহুদা কথাবার্তা বলে, তাহার বিনয় দ্বারা, যখন মানুষ অহঙ্কার করে। এবং হাফেযে কুরআনকে রোদনকারী ভারাক্রান্ত, হাকীম (বিজ্ঞ), ধৈর্যশীল, জ্ঞানী ও নিশ্চুপ হইতে হইবে। হাফেযে কুরআন অভদ্র, উদাসীন হইবে না। শোরগোল, অতিমাত্রায় চিৎকার ও ক্রোধ তাহার জন্য শোভা পায় না। তিনি আরও বলিয়াছেন, যদি সম্ভব হয়,তুমিই লোকসমাজে আলোচ্য ব্যক্তি হইও। আর যখন 'হে ঈমানদারগণ' বলিয়া আল্লাহ পাককে আহ্বান করিতে শুন, তখন তোমার কান খাড়া করিও। কারণ, নিশ্চয়ই তিনি কোন ভাল কথার আদেশ করিতেছেন অথবা কোন মন্দ কাজ হইতে নিষেধ করিতেছেন।

(আবু নুআঈম)

www.BANGLAKITAB.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে মশগুল হওয়া, এবং হাদীসে মশগুল ব্যক্তির জন্য পালনীয় কর্তব্য

হাদীস বর্ণনার আদব

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন মজলিসে লোকদিগকে হাদীস শুনাইতেছিলেন, এমন সময় একজন আরব বেদুইন আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কেয়ামত কখন হইবে? তিনি (তাহার কথার জবাব না দিয়া) হাদীস বর্ণনার কাজে মশগুল রহিলেন। কেহ কেহ বলিল, তিনি তাহার কথা শুনিতে পাইয়াছেন, কিন্তু অপছন্দ করিয়াছেন। কেহ বলিল, তিনি শুনিতে পান নাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস বর্ণনা শেষ করিয়া বলিলেন, কোথায়? অর্থাৎ কেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়? লোকটি বলিল, এই যে আমি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেন, যখন আমানতের খেয়ানত হইতে লাগিবে তখন কেয়ামতের অপেক্ষা করিও। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, আমানতের খেয়ানত কিরূপে বুঝিব? বলিলেন, যখন অযোগ্য লোকদের উপর কার্যভার ন্যস্ত হইতে লাগিবে তখন কেয়ামতের অপেক্ষা করিও। (বুখারী)

হযরত ওয়াবেসাহ (রাঃ)এর হাদীস পৌঁছান

হযরত ওয়াবেসাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি রাক্কা শহরের বড় মসজিদে দাঁড়াইয়া রমযান ও কোরবানীর ঈদের দিন লোকদিগকে নসীহত করিতেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বিদায়ী হজ্বের দিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লোকদের উদ্দেশ্যে খোতবা দিতে দেখিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, 'হে লোকসকল, কোন্ মাস সর্বাধিক সম্মানিত? তাহারা বলিলেন, এই মাস। তিনি বলিলেন, কোন্ শহর সর্বাধিক সম্মানিত? তাহারা বলিলেন, এই শহর। তিনি বলিলেন, তোমাদের খুন, তোমাদের মাল ও তোমাদের ইজ্জত তোমাদের রব্বের সহিত সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত তোমাদের জন্য এরূপ সম্মানিত যেরূপ তোমাদের এই শহরে এই মাসে তোমাদের অদ্যকার এইদিন

সম্মানিত। আমি কি তোমাদেরকে পৌঁছাইয়া দিয়াছি? সকলে বলিলেন, হাঁ। তিনি আপন হস্তদ্বয় আসমানের দিকে উত্তোলন করিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ, সাক্ষী থাকুন। অতঃপর বলিলেন, হে লোকসকল, তোমাদের উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিতকে পৌঁছাইয়া দিবে।' অতঃপর হযরত ওয়াবেসাহ (রাঃ) বলিলেন, তোমরা নিকটে আস, তোমাদিগকে পৌঁছাইয়া দেই, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। (বায্যার)

হাদীসের তাবলীগ

মাকহুল (রহঃ) বলেন, আমি ও ইবনে আবি যাকারিয়া এবং সুলাইমান ইবনে হাবীব আমরা এই তিনজন হেমস শহরে হযরত আবু উমামাহ (রাঃ)এর নিকট গেলাম এবং তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি বলিলেন, তোমাদের এই মজলিসগুলি তোমাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার তাবলীগ (অর্থাৎ পৌঁছানো) ও তোমাদের বিরুদ্ধে তাঁহার দলীল। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবলীগ করিয়াছেন, সুতরাং তোমরাও তাবলীগ কর।

সুলাইম ইবনে আমের (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত আবু উমামাহ (রাঃ)এর নিকট বসিতাম। তিনি আমাদিগকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু হাদীস শুনাইতেন। তারপর যখন হাদীস বর্ণনা শেষ করিতেন তখন বলিতেন, তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ কি? তোমরাও পৌঁছাও, যেমন তোমাদিগকে পৌঁছান হইল।

হাদীস বর্ণনাকারীর প্রতি দোয়া

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, হে আল্লাহ, আমার খলীফাদের উপর রহমত বর্ষণ করুন। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার খলীফা কাহারা? তিনি বলিলেন, যাহারা আমার পরে আসিবে এবং আমার হাদীস বর্ণনা করিবে ও লোকদিগকে উহা শিক্ষা দিবে। (কান্য)

WWW.BANGLAKITAB.COM

জুমআর পূর্বে হাদীস বর্ণনা

আসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রহঃ) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)কে দেখিয়াছি, তিনি জুমআর দিন মিম্বারের উপর ডালিমের ন্যায় গোলাকৃতি কাষ্ঠখণ্ডের উপর হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া বলিতেন, আবুল কাসেম—রাসূলাল্লাহ—আস্সাদিকুল মাসদুক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে বলিয়াছেন....। এরূপে তিনি হাদীস বর্ণনা করিয়া যাইতেন। যখন নামাযের জন্য ইমামের হুজরার দরজা খুলিবার শব্দ শুনিতেন, বসিয়া যাইতেন।

সাহাবা (রাঃ)দের হাদীস বর্ণনা করিতে ভীত হওয়া

আসলাম (রহঃ) বলেন, আমরা যখন হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিতাম, আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করুন। তিনি বলিতেন, আমার ভয় হয়, হয়ত বা কোন হরফ বেশী বলিয়া ফেলিব অথবা কোন হরফ কম বলিয়া ফেলিব। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার পক্ষ হইতে মিথ্যা বর্ণনা করিবে সে জাহান্নামে যাইবে।

আবদুর রহমান ইবনে হাতেব (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের মধ্যে হযরত ওসমান (রাঃ)এর ন্যায় এরূপ পূর্ণাঙ্গ ও উত্তম রূপে হাদীস বর্ণনা করিতে আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। অবশ্য তিনি হাদীস বর্ণনা করিতে ভয় পাইতেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত ওসমান (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করিতে আমার বাধা এই কারণে নহে যে, আমি তাঁহার সাহাবা (রাঃ)দের অপেক্ষা হাদীস স্মরণ রাখিতে দুর্বল। বরং (উহার কারণ হইল) আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তাঁহাকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি আমার পক্ষ হইতে এমন কথা বলিবে যাহা আমি বলি নাই সে যেন জাহান্নামে নিজের ঠিকানা বানাইয়া লয়।

হযরত ওসমান (রাঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে

যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার পক্ষ হইতে মিথ্যা বর্ণনা করিবে সে যেন জাহান্নামে নিজের ঘর বানাইয়া লয়।

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, যখন আমি তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে হাদীস বর্ণনা করি তখন যাহা তিনি বলেন নাই এমন কথা বর্ণনা করা অপেক্ষা আসমান হইতে পড়িয়া যাওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয় মনে হয়। আর যখন আমার ও তোমাদের মধ্যে কোন কথাবার্তা হয় তখন জানিয়া রাখ, যুদ্ধ তো (শত্রুকে) ধোকা (দেওয়ারই নাম)। (কান্য)

সাহাবা (রাঃ)দের হাদীস বর্ণনায় সতর্কতা

আমর ইবনে মাইমুন (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বৎসর পার হইয়া যাইত কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করিতেন না। একদিন তিনি তাঁহার এক হাদীস বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলে চেহারায় চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল এবং কপাল হইতে ঘাম ঝরিতে লাগিল। এবং বলিলেন, ইহার ন্যায় অথবা ইহার কাছাকাছি বলিয়াছেন।

মাসরুক (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) একদিন এক হাদীস বর্ণনা করিবার সময় বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, আর তৎক্ষণাৎ তিনি কাঁপিয়া উঠিলেন, তাঁহার কাপড়েও কম্পন পরিলক্ষিত হইল। এবং বলিলেন, ইহার কাছাকাছি অথবা ইহার মত বলিয়াছেন। (হাকেম)

আবু ইদ্রীস খাওলানী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবু দারদা (রাঃ)কে দেখিয়াছি, যখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা শেষ করিতেন তখন বলিতেন, এইরূপ অথবা ইহার কাছাকাছি অথবা ইহার মত বলিয়াছেন। অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিতেন, আল্লাহর পানাহ! যদি এরূপ না হয় তবে ইহার মত বলিয়াছেন।

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)

www.BANGLAKITAB.com

যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন হাদীস বর্ণনা করিতেন, পরিশেষে বলিতেন, 'অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেরূপ বলিয়াছেন।'

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হাদীস কম বর্ণনা করিতেন, এবং যখন বর্ণনা করিতেন তখন উপরোক্ত কথা বলিতেন। (কান্য)

আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর ন্যায় এরূপ সতর্কতা আর কেহ অবলম্বন করিতেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন হাদীস শুনিয়া থাকিলে উহাকে না বাড়াইয়া বলিতেন, না কমাইয়া বলিতেন, আর না যেমন তেমন করিয়া বলিতেন।

শা'বী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর সহিত এক বৎসর কাটাইয়াছি। তাঁহাকে কোন হাদীস বর্ণনা করিতে শুনি নাই। (ইবনে সা'দ)

হাদীস বর্ণনায় আত্মবিশ্বাস

হযরত এমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বহু হাদীস শুনিয়াছি। শুনিয়াছি এবং উহা স্মরণও রাখিয়াছি। কিন্তু আমার সঙ্গীদের (শাব্দিক) বিপরীত বর্ণনাই আমাকে ঐসকল হাদীস বর্ণনা করিতে বাধা দিতেছে।

মুতাররিফ (রহঃ) বলেন, আমাকে হযরত এমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) বলিলেন, হে মুতাররিফ, খোদার কসম, আমার বিশ্বাস,যদি আমি ইচ্ছা করি তবে দুই দিন একাধারে এমন ভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করিতে পারি যে, কোন হাদীসের পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে না। কিন্তু আমার হাদীস বর্ণনায় বিলম্ব ও অনাগ্রহ বৃদ্ধির কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় সাহাবা (রাঃ) এমনসকল হাদীস বর্ণনা করিতেছেন যাহা (শুনি)তে তাহাদের (শাব্দিক)ভ্রম

হইয়াছে। নতুবা (সেই সকল হাদীস বর্ণনা কালে) যেমন তাহারা উপস্থিত ছিলেন আমিও ছিলাম, তাহারা যেমন শুনিয়াছেন আমিও শুনিয়াছি।

তিনি কখনও বলিতেন, আমি যদি বলি, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এরূপ এরূপ শুনিয়াছি তবে আমার বিশ্বাস আমি সত্যবাদী হইব। কখনও আত্মবিশ্বাসের সহিত বলিতেন, আমি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি, তিনি এরূপ এরূপ বলিয়াছেন। (তাবরানী)

'রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন' এরূপ বলিতে ভয় করা

সুলাইমান ইবনে আবি আবদিল্লাহ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত সুহাইব (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, খোদার কসম, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে তোমাদের নিকট এরূপ বলিব না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, বরং আস, তোমাদের নিকট তাঁহার ঐসকল জেহাদের ঘটনা বর্ণনা করি যাহাতে আমি উপস্থিত ছিলাম এবং আমি দেখিয়াছি। কিন্তু 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন' এমন কথা বলিব না। (মুনতাখাব)

মাকহুল (রহঃ) বলেন, আমি ও আবুল আযহার, আমরা দুইজন হযরত ওয়াসেলাহ ইবনে আসকা' (রাঃ)এর নিকট যাইয়া বলিলাম, হে আবুল আসকা' আমাদের নিকট এমন হাদীস বর্ণনা করুন যাহা আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছেন। এবং উহাতে কোন প্রকার সন্দেহ বা কম বেশী না হয়। তিনি বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কেহ কি আজ রাত্রিতে কুরআন হইতে কিছু পড়িয়াছে? আমরা বলিলাম, হাঁ, কিন্তু যথাযথভাবে উহা ইয়াদ রাখিতে পারি নাই। কোথাও ওয়াও অথবা আলিফ বেশী হইয়া যায়। তিনি বলিলেন, এতদিন যাবৎ এই কুরআন তোমাদের মধ্যে আছে। উহা ইয়াদ করিতে তোমরা কোনপ্রকার ত্রুটিও করনা তথাপি বলিতেছ, তোমরা কম বেশী করিয়া ফেল। তবে ঐসকল হাদীস যাহা হয়ত বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে আমরা একবারই শুনিয়াছি, কিরূপে স্মরণ থাকিবে? সুতরাং তোমাদের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, তোমাদিগকে

WWW.BANGLAKITAB.COM

হাদীসের মর্মার্থ বলিয়া দেই।

ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রহঃ) বলেন, খোদার কসম, হযরত ওমর (রাঃ) মৃত্যুর পূর্বেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা—হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হোযাফাহ, হযরত আবু দারদা,হযরত আবু যার ও হযরত উকবাহ ইবনে আমের (রাঃ)কে দূর দূরান্ত হইতে ডাকিয়া মদীনাতে একত্রিত করিলেন এবং বলিলেন, তোমরা দূর দূরান্তে বিভিন্ন স্থানে রাসূলুল্লাহ. সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে এইসকল কিরূপ হাদীস প্রচার করিতেছ! তাঁহারা বলিলেন, তবে কি আপনি আমাদিগকে নিষেধ করিতেছেন? তিনি বলিলেন, না, তোমরা আমার নিকট অবস্থান করিবে। খোদার কসম, যতদিন আমি জীবিত থাকিব তোমরা আমার নিকট হইতে কোথাও যাইতে পারিবে না। কারণ, হাদীস সম্পর্কে আমরা অভিজ্ঞ। (সুতরাং যে সকল হাদীস গ্রহণযোগ্য হইবে তাহা) আমরা গ্রহণ করিব, আর (যাহা গ্রহণযোগ্য নহে তাহা) আমরা প্রত্যাখ্যান করিব। অতএব তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহারা আর কোথাও যান নাই। (কান্য)

ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবু মাসউদ আনসারী ও হযরত আবু দারদা (রাঃ)কে সংবাদ দিয়া ডাকিয়া আনিলেন। এবং বলিলেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে এত অধিক পরিমাণে কী হাদীস বর্ণনা করিতেছ! অতঃপর তাহাদিগকে তাঁহার শাহাদাত বরণ পর্যন্ত মদীনায় আটক করিয়া রাখিলেন। (তাবরানী)

বৃদ্ধ বয়সে হাদীস বর্ণনা করিতে ভয় করা

ইবনে আবি আওফা (রহঃ) বলেন, আমরা যখন হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ)এর নিকট আসিতাম, বলিতাম, আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করুন। তিনি বলিতেন, বয়স হইয়াছে, ভুলিয়া গিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদীস বর্ণনা করা বড় কঠিন কাজ। (কান্য)

এল্‌ম অপেক্ষা আমলের প্রতি অধিক মনোযোগ দান

হযরত আবু দারদা ও হযরত আনাস (রাঃ)এর উক্তি

হযরত মুআয এবং হযরত আবু দারদা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা বলিয়াছেন, যত ইচ্ছা এল্‌ম হাসিল কর, কিন্তু যতক্ষণ না তোমরা যাহা শিখিয়াছ উহার উপর আমল করিবে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে কখনও ফায়দা দান করিবেন না।

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, তোমরা যত ইচ্ছা এল্‌ম হাসিল কর। খোদার কসম, যতক্ষণ তোমরা উহার উপর আমল না করিবে ততক্ষণ সম্পূর্ণ এল্‌মের কোন প্রতিদান পাইবে না।

একটি হাদীস

আবদুর রহমান ইবনে গন্‌ম (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দশজন সাহাবা (রাঃ) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমরা কোবার মসজিদে এল্‌ম শিক্ষা করিতেছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, তোমরা যত ইচ্ছা এল্‌ম হাসিল কর। পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীস অনুসারে বর্ণিত হইয়াছে।

অপর একটি হাদীস

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কোন্ জিনিস আমার বিরুদ্ধে অজ্ঞতার দলীলকে দূর করিবে? তিনি বলিলেন, 'এল্‌ম।' সে বলিল, কোন্ জিনিস আমার বিরুদ্ধে এল্‌মের দলীলকে দূর করিবে? তিনি বলিলেন, 'আমল'। (কান্য)

হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি

হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা আল্লাহ তায়ালার কিতাব শিক্ষা

www.BANGLAKITAB.com

কর, উহা দ্বারা পরিচিত হইবে। এবং উহার উপর আমল কর, তোমরা উহার আহাল হিসাবে গণ্য হইবে।

হযরত আলী (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা এল্‌ম শিক্ষা কর, উহা দ্বারা পরিচিত হইবে। উহার উপর আমল কর, উহার আহাল হইবে। কারণ তোমাদের পর অতিসত্বর এমন যামানা আসিবে যখন হকের (অর্থাৎ সত্যের) দশভাগের নয় ভাগ অপরিচিত হইবে। তখন একমাত্র সেইব্যক্তিই নাজাত পাইবে, যে অধিক পরিমাণে নিদ্রামগ্ন (থাকার দরুন লোকসমাজে অপরিচিত) থাকিবে এবং লোকসংশ্রব হইতে দূরে থাকিবে। ইহারাই হেদায়াতের ইমাম ও এল্‌মের চেরাগ। তাহারা অধীর নহে, অশ্লীল কথা প্রচার করিয়া বেড়ায় না এবং গোপন কথা প্রকাশ করে না।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, হে এল্‌মের বাহকগণ, উহার উপর আমল কর। কারণ আলেম সেই ব্যক্তি যে এল্‌ম হাসিল করিবার পর আমল করিয়াছে এবং তাহার আমল তাহার এলম অনুযায়ী হইয়াছে। শীঘ্রই এমন লোকদের আবির্ভাব হইবে যাহারা এল্‌মের বাহক হইবে কিন্তু এল্‌ম তাহাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করিবে না। তাহাদের ভিতর বাহিরের বিপরীত হইবে। এবং তাহাদের আমল তাহাদের এল্‌মের বিপরীত হইবে। তাহারা পরস্পর গর্ব করিবার উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন মজলিস সাজাইয়া বসিবে। অতঃপর তাহার আপন মজলিসের কেহ অপরের মজলিসে বসিবার দরুন তাহার উপর রাগ করিবে ও তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবে। ইহারাই ঐসকল লোক যাহাদের ঐ সকল মজলিসের কোন আমল আল্লাহ তায়ালার নিকট পৌঁছিবে না। (কান্‌য)

এলমের উপর আমল করিবার প্রতি উৎসাহ দান

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, হে লোকসকল, এল্‌ম হাসিল কর। আর যে এল্‌ম হাসিল করিয়াছে সে যেন আমল করে।

আবদুল্লাহ ইবনে উকাইস (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে

মাসউদ (রাঃ)কে এই মসজিদে আল্লাহর নামে কসম করিয়া বলিতে শুনিয়াছি যে, তোমাদের রব্ব তোমাদের প্রত্যেককে নিরালায় সাক্ষাৎ দান করিবেন, যেমন তোমরা পূর্ণিমার রাত্রে চাঁদকে নিরালায় দেখিয়া থাক। তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, হে আদম সন্তান, কোন জিনিস তোমাকে আমার সম্বন্ধে ভ্রমে ফেলিয়া রাখিয়াছিল? হে আদম সন্তান, রসূলগণকে তুমি কি জবাবে দিয়াছিলে? হে আদম সন্তান, তুমি তোমার এল্‌ম অনুপাতে কি পরিমাণ আমল করিয়াছ?

আদি ইবনে আদি (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিলেন, সর্বনাশ তাহার জন্য যে এল্‌ম হাসিল করে নাই। যদি আল্লাহ তায়ালা চাহিতেন তবে সে অবশ্যই এল্‌ম হাসিল করিত। সর্বনাশ তাহার জন্য যে এল্‌ম হাসিল করিয়াছে কিন্তু আমল করে না। এই কথা সাতবার বলিয়াছেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, সুন্দর কথা সকলেই বলিয়া থাকে কিন্তু ভাগ্যবান সে যাহার কার্য তাহার কথা অনুযায়ী হইয়াছে। আর যাহার কথা তাহার কার্যের বিপরীত, সে তো নিজেকে ভর্ৎসনা করিতেছে। তিনি আরও বলিয়াছেন, যে কেহ আল্লাহকে লইয়া সন্তুষ্ট হয় সকল মানুষ তাহার মুখাপেক্ষী হয়। আর যে কেহ আল্লাহর দেওয়া এল্‌মের উপর আমল করে সকল মানুষ তাহার অর্জিত এল্‌মের প্রতি মুখাপেক্ষী হয়।

কেয়ামতে আমল সম্পর্কে প্রশ্নের ভয়

লোকমান ইবনে আমের (রহঃ) বলেন, হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিতেন, আমার পরওয়ারদিগারকে এইজন্য ভয় হয় যে, কেয়ামতের দিন তিনি যদি আমাকে সমস্ত মাখলুকের সম্মুখে ডাকিয়া বলেন, হে উয়াইমের, আর আমি বলি 'লাব্বায়েক হে প্রভু।' অতঃপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার এল্‌ম অনুপাতে তুমি কি পরিমাণ আমল করিয়াছ? (তারগীব)

লোকমান ইবনে আমের (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমার সর্বাধিক ভয়

www.BANGLAKITAB.com

এইজন্য যে, কেয়ামতের দিন যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, হে উয়াইমের, তুমি কি এল্‌ম হাসিল করিয়াছিলে, না অজ্ঞ ছিলে? যদি বলি, এল্‌ম হাসিল করিয়াছিলাম, তবে তো আদেশ ও নিষেধসূচক প্রত্যেক আয়াত সম্পর্কে আমাকে জবাবদিহি করিতে হইবে। আদেশসূচক আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন হইবে—পালন করিয়াছ কি? নিষেধসূচক আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন হইবে—বিরত রহিয়াছ কি? আল্লাহর পানাহ এমন এল্‌ম হইতে যাহা কোন লাভ দেয় না, এবং এমন মন হইতে যাহা পরিতৃপ্ত হয় না, আর এমন দোয়া হইতে যাহা কবুল হয় না। তিনি আরও বলিয়াছেন,আলেম না হইয়া মুত্তাকী হইতে পারিবে না। আমল না করিয়া শুধু এল্‌ম দ্বারা কখনও সুন্দর হওয়া যায় না।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার নিকট সেই ব্যক্তি সর্বনিকৃষ্ট হইবে যে আলেম হইয়া আপন এল্‌ম অনুযায়ী আমল করে নাই।

এলেমের সওয়াব আমলের দ্বারা পাইবে

হযরত মুআয (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, চারটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের পূর্বে কেয়ামতের দিন বান্দার কদম আপন স্থান হইতে সরিতে পারিবে না। প্রথম—শরীর কি কাজে ক্ষয় করিয়াছে। দ্বিতীয়—জীবন কি কাজে শেষ করিয়াছে। তৃতীয়—মাল কোথা হইতে আয় করিয়াছে এবং কোথায় ব্যয় করিয়াছে? চতুর্থ—স্বীয় এল্‌মের উপর কি পরিমাণ আমল করিয়াছে? তিনি আরও বলিয়াছেন যে, জানিয়া রাখ, যত ইচ্ছা এল্‌ম হাসিল করিতে পার কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে এল্‌মের কোন সওয়াব দিবেন না যতক্ষণ না উহার উপর আমল করিবে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা যত ইচ্ছা এল্‌ম হাসিল কর। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে এই এল্‌মের কোন প্রতিদান দিবেন না যতক্ষণ না উহার উপর আমল করিবে। আলেমগণের প্রচেষ্টা হইল বুঝিয়া তদনুযায়ী আমল করা। আর মুর্খলোকদের প্রচেষ্টা হইল শুধু বর্ণনা করিয়া বেড়ান।

সুন্নাতের অনুসরণ ও পূর্ববর্তীগণের অনুকরণ এবং বিদআতকে প্রত্যাখ্যান

হযরত উবাই (রাঃ)এর উৎসাহ দান

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা আল্লাহর রাস্তা ও সুন্নাতকে মজবুত ভাবে ধরিয়া থাক। কারণ, যে কোন বান্দা আল্লাহর রাস্তা ও সুন্নাতের উপর দৃঢ়পদ থাকিয়া দয়াময় রাহমানকে স্মরণ করে ও তাঁহার ভয়ে তাহার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়ে তিনি তাহাকে আযাব দিবেন না। আর যে কোন বান্দা আল্লাহর রাস্তা ও সুন্নাতের উপর দৃঢ়পদ থাকিয়া আল্লাহ তায়ালাকে অন্তরে স্মরণ করে এবং তাঁহার ভয়ে তাহার শরীর শিহরিয়া উঠে তিনি তাহার গুনাহসমূহকে এরূপ ঝরাইয়া দেন যেমন গাছের পাতা শুকাইয়া যাওয়ার পর জোরবাতাস উহাকে ঝরাইয়া দেয়। আল্লাহর রাস্তা ও সুন্নাতের উপর স্বাভাবিক ও মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা উহার বিপরীত অধিক ও অস্বাভাবিক পরিশ্রম হইতে উত্তম। সুতরাং লক্ষ্য কর, তোমাদের আমল স্বাভাবিক হউক বা অস্বাভাবিক হউক উহা যেন আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামগণের তরীকা ও তাঁহাদের সুন্নাত অনুসারে হয়। (কান্য)

হযরত ওমর ও ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর উৎসাহ দান

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) একবার যখন মদীনায় ফিরিলেন খোতবা দিবার জন্য দাঁড়াইলেন এবং হামদ ও সানার পর বলিলেন, হে লোকসকল, তোমাদের জন্য সুন্নাতসমূহ জারি করা হইয়াছে এবং ফরযসমূহ নির্ধারণ করা হইয়াছে। যদি লোকদের সহিত ডানে বামে ভ্রান্তপথে না চল তবে তোমরা প্রশস্ত পথে পরিচালিত হইয়াছ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বৃহস্পতিবার দিন দাঁড়াইতেন এবং বলিতেন, দুই জিনিস বৈ নহে, এক—তরীকাহ, দ্বিতীয়—কালাম। সর্বোত্তম কালাম অথবা সর্বাধিক সত্যকালাম হইল একমাত্র আল্লাহর কালাম। আর সর্বোত্তম তরীকাহ হইল একমাত্র

www.BANGLAKITAB.com

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকাহ। সর্বনিকৃষ্ট জিনিস হইল মনগড়া তরীকাহ। জানিয়া রাখ, সকল মনগড়া তরীকাহ বিদআত। সাবধান! দীর্ঘ আশা করিও না, তোমাদের অন্তর কঠিন হইয়া যাইবে। আশা যেন তোমাদিগকে গাফেল না করিয়া দেয়। প্রত্যেক আগত বস্তু নিকটবর্তী, আর যাহা আসিবে না তাহাই দূরবর্তী।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, সুন্নাতের উপর স্বাভাবিক মেহনত বিদআতের উপর অধিক মেহনত হইতে উত্তম।

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ)এর উৎসাহ দান

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) বলিয়াছেন, কুরআন নাযিল হইয়াছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাতসমূহ প্রবর্তন করিয়াছেন। তারপর বলিলেন, তোমরা আমাদের অনুসরণ কর। খোদার কসম, যদি তোমরা তাহা না কর তবে গোমরাহ হইয়া যাইবে।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) এক ব্যক্তিকে বলিলেন, তুমি একজন আহাম্মক। তুমি কি কুরআনে কোথাও পাইয়াছ যে, যোহরের নামায চার রাকাত এবং উহাতে কেরাআত নিঃশব্দে পড়িতে হইবে? তারপর তিনি নামায, যাকাত ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, এইগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা কি তুমি আল্লাহর কিতাবে পাইয়াছ? অতঃপর বলিলেন, আল্লাহর কিতাব এই ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়াছে এবং সুন্নাত (অর্থাৎ হাদীস) উহাকে বিস্তারিত বর্ণনা করিয়া দিয়াছে।

সাহাবা (রাঃ)দের অনুসরণের প্রতি উৎসাহ দান

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের যদি অনুকরণ করিতে হয় তবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের অনুকরণ কর। কারণ, তাঁহারা এই উম্মাতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নেক দিল্ ও গভীর এল্মের অধিকারী ছিলেন। এবং তাঁহারা সর্বাপেক্ষা অকৃত্রিম, সর্বাধিক সঠিক পথের ও সর্বোত্তম অবস্থার অধিকারী ছিলেন। তাঁহারা এমন

লোক ছিলেন যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা আপন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য ও আপন দ্বীন কায়েম করিবার জন্য নির্বাচন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহাদের সম্মানকে স্বীকার করিও। তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও। কারণ তাহারা সেরাতে মুস্তাকিমের উপর ছিলেন।

হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিতেন, হে আলেমগণ, তোমাদের পূর্ববর্তীগণের পথ অবলম্বন কর। আমার জীবনের কসম, যদি তোমরা তাহাদের অনুসরণ কর তবে তোমরা বহুদূর অগ্রসর হইয়া যাইবে। আর যদি তোমরা উহা পরিত্যাগ করিয়া ডানে বামে চলিতে আরম্ভ কর তবে পথভ্রষ্ট হইয়া বহু দূরে যাইয়া পড়িবে। (কান্য)

অনুসরণীয় ব্যক্তির করণীয়

মুসআব ইবনে সা'দ (রহঃ) বলেন, আমার পিতা যখন মসজিদে নামায পড়িতেন, অতি সংক্ষেপে কিন্তু রুকু সেজদা পূর্ণরূপে আদায় করিয়া পড়িতেন। আর যখন ঘরে নামায পড়িতেন তখন নামাযকে দীর্ঘ করিতেন এবং রুকু সেজদা ও দীর্ঘ করিতেন। আমি বলিলাম, আব্বাজান, আপনি যখন মসজিদে নামায পড়েন তখন সংক্ষেপ করেন আর যখন ঘরে পড়েন তখন দীর্ঘ করেন, কারণ কি? তিনি বলিলেন, বেটা, আমরা হইলাম ইমাম, লোকজন আমাদের অনুকরণ করিয়া থাকে। (তাবরানী)

অনুসরণ কর, বিদআত করিও না

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, অনুসরণ কর, বিদআত বা নতুন কিছু করিতে যাইও না। কারণ (তোমাদের পূর্ববর্তীগণ যাহা করিয়াছেন উহা) তোমাদের জন্য যথেষ্ট হইয়াছে।

সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত

অপর রেওয়ায়াতে আছে তিনি বলিয়াছেন, হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)কে মুহাব্বাত করা ও তাঁহাদের মর্যাদা স্বীকার করা সুন্নাতেরই অন্তর্ভুক্ত।

www.BANGLAKITAB.com

মৃতদের অনুসরণ

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা লোকদের অনুসরণ করিও না। কারণ কোন লোক হয়ত বেহেশতের আমল করিতে থাকে কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ তায়ালার এল্‌ম বা তকদীরের লেখা অনুযায়ী তাহার জীবন ধারা পরিবর্তন হইয়া যায় এবং সে দোযখের আমল করিয়া বসে। সুতরাং সে দোযখী হইয়া মৃত্যুবরণ করে। আবার এক ব্যক্তি হয়ত দোযখের আমল করিতে থাকে, কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ তায়ালার এল্‌ম বা তকদীরের লেখা অনুযায়ী তাহার জীবনধারায় পরিবর্তন আসে এবং সে বেহেশতের আমল করিতে আরম্ভ করে। সুতরাং সে বেহেশতী হইয়া মৃত্যুবরণ করে। অতএব যদি তোমাদের অনুসরণ করিতেই হয়, তবে জীবিতদের নহে বরং মৃতদের অনুসরণ করিও।

বিদআতের প্রতিবাদ

আবুল বাখতারী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)কে সংবাদ দিল যে, কতিপয় লোক মাগরিবের পর মসজিদে মজলিস জমাইয়া বসে। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি বলে, তোমরা এতবার আল্লাহু আকবার পড়। এতবার সুবহানাল্লাহ পড়। এতবার আল হামদুলিল্লাহ পড়। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, তাহারা কি সত্যই এরূপ বলে? সে বলিল, হাঁ। তিনি বলিলেন, তাহাদিগকে যখন এরূপ করিতে দেখ, তখন আমাকে সংবাদ দিও। সুতরাং তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হইলে তিনি তাহাদের নিকট আসিলেন। তাঁহার মাথায় একটি লম্বা টুপি ছিল। তিনি তাহাদের নিকট বসিলেন। যখন তাহাদের কথাবার্তা শুনিলেন,দাঁড়াইয়া গেলেন। তিনি অত্যন্ত রাগী লোক ছিলেন। বলিলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ। আল্লাহর কসম, যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, অবশ্যই তোমরা অন্যায়ভাবে বিদআত চালু করিয়াছ। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের এল্‌ম অপেক্ষা তোমাদের এল্‌ম কি বেশী হইয়া গিয়াছে? তাহাদের মধ্য হইতে মু'দাদ বলিলেন, খোদার কসম, আমরা না অন্যায়ভাবে কোন বিদআত চালু করিয়াছি, আর না সাহাবা (রাঃ)দের

এল্‌ম অপেক্ষা আমাদের এল্‌ম বেশী হইয়া গিয়াছে। আমর ইবনে উতবা বলিলেন, হে আবু আব্দির রহমান, আমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তিনি বলিলেন, তোমরা সরল পথকে আকড়াইয়া থাক। খোদার কসম, যদি তোমরা এরূপ কর তবে তোমরা সম্মুখে বহুদূর অগ্রসর হইয়া যাইবে। আর যদি তোমরা ডানে বামে চলিতে আরম্ভ কর, তবে তোমরা পথভ্রষ্ট হইয়া বহু দূরে যাইয়া পড়িবে। (আবু নুআঈম)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, মুসাইয়্যেব ইবনে নুজবাহ (রহঃ) আসিয়া হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)কে বলিলেন, আমি মসজিদে একদল লোককে দেখিয়া আসিয়াছি। পরবর্তী অংশ উপরোক্ত রেওয়ায়াত অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে।

আবুল বাখতারী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) সংবাদ পাইলেন যে, একদল লোক মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে বসিয়া উপরোক্ত কাজ করে। তিনি তাহাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, তোমরা অন্যায়ভাবে একটি বিদআত চালু করিয়াছ। অন্যথায় আমরা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ গোমরাহ হইয়া গিয়াছি। আমর ইবনে উতবাহ ইবনে ফারকাদ বলিলেন, হে ইবনে মাসউদ, আমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি,এবং তওবা করিতেছি। তিনি তাহাদিগকে সেখান হইতে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

আবুল বাখতারী (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) কুফার মসজিদে দুইটি মজলিস দেখিতে পাইলেন। তিনি উভয় মজলিসের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বলিলেন, কাহারা প্রথম বসিয়াছে?এক মজলিসের লোকেরা বলিলেন, আমরা। তিনি দ্বিতীয় মজলিসের লোকদিগকে উহাদের সহিত একত্রে মিলিয়া বসিতে বলিলেন, এবং উভয়কে এক করিয়া দিলেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) মুখ ঢাকিয়া আসিলেন এবং বলিলেন, যে আমাকে চিনিতে পারিয়াছে সে তো চিনিয়াছে। আর যে চিনিতে পারে নাই তাহাকে আমার পরিচয় দিতেছি যে, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ। হয় তোমরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের অপেক্ষা অধিক হেদায়াত

www.BANGLAKITAB.com

পাইয়াছ আর না হয় তোমরা গোমরাহীর লেজুড় ধরিয়া ঝুলিতেছ।

আমর ইবনে সালামাহ (রহঃ) বলেন, আমরা মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর দ্বারে বসিয়া ছিলাম। এমন সময় হযরত আবু মূসা (রাঃ) আসিয়া বলিলেন, হে আবু আবদির রহমান, আপনি আমাদের সহিত আসুন। তিনি বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবু মূসা, আপনি এই সময় কেন আসিয়াছেন? তিনি উত্তর দিলেন, না, খোদার কসম, তেমন কিছু নহে। তবে আমি একটি বিষয় দেখিয়াছি যাহা আমাকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। আশা করি আমার এই আতঙ্ক মঙ্গলজনক হইবে। অবশ্যই আমাকে উহা আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে তবে উহা মঙ্গলজনকই হইবে। কতিপয় লোক মসজিদে বসিয়া আছে। তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিতেছে, তোমরা এতবার সুবহানাল্লাহ পড়.। এতবার আল হামদুলিল্লাহ পড়। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) চলিলেন। আমরাও তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। তিনি তাহাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, তোমরা কত দ্রুত গোমরাহ হইয়া গিয়াছ! অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ) এখনও জীবিত আছেন, তাঁহার বিবিগণের যৌবনকাল পার হয় নাই, তাঁহার কাপড় চোপড় বাসনপত্র এখনও পরিবর্তন হয় নাই। তোমরা যদি আপন গুনাহগুলিকে হিসাব করিতে থাক। তবে আমি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে তোমাদের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারি যে, তোমাদের নেকীসমূহ হিসাব করা হইবে। (তাবরানী)

হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) কর্তৃক আপন ছেলেকে বারণ করা

আমের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, আমি একবার আমার পিতার নিকট আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় ছিলে? বলিলাম, আমি একদল লোকের সাক্ষাৎ পাইয়াছি যাহাদের অপেক্ষা উত্তম আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। আল্লাহ তায়ালার যিকির করিতে করিতে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কাঁপিয়া উঠে এবং আল্লাহ তায়ালার ভয়ে অজ্ঞান হইয়া যায়। আমি তাহাদের সহিত বসিয়া ছিলাম। তিনি বলিলেন, তাহাদের সহিত

আর কখনও বসিও না। অতঃপর তিনি মনে করিলেন, আমার অন্তরে তাঁহার কথার কোন গুরুত্ব হয় নাই। সুতরাং তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআন তেলাওয়াত করিতে দেখিয়াছি। হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)কে কুরআন তেলাওয়াত করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু তাহাদের কাহারও এমন অবস্থা হইত না। তুমি কি মনে কর ইহারা হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ) অপেক্ষা আল্লাহ তায়ালাকে অধিক ভয় করে? আমি ভাবিয়া দেখিলাম, তাঁহার কথাই সত্য। অতএব উহাদিগকে পরিত্যাগ করিলাম। (আবু নুআঈম)

এক ওয়ায়েজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

আবু সালেহ সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান তুজীবী (রহঃ) বলেন, তিনি একবার লোকদের মধ্যে দাঁড়াইয়া ওয়াজ করিতেছিলেন। হযরত সিলা ইবনে হারেস গিফারী (রাঃ) যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী, তাহাকে বলিলেন, খোদার কসম, আমরা এখনও আমাদের নবীর সহিত কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করি নাই এবং আমরা আত্মীয়তা সম্পর্কও ছিন্ন করি নাই অথচ তুমিও তোমার সঙ্গীগণ আমাদের মধ্যে ওয়াজ করিতে দাঁড়াইয়া গিয়াছ।

আমর ইবনে যুরারাহ (রহঃ) বলেন, আমি ওয়াজ করিতেছিলাম, এমতাবস্থায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) আমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, হে আমর, হয় তুমি ভ্রষ্ট বিদআত চালু করিয়াছ আর না হয় তুমি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবা (রাঃ) অপেক্ষা অধিক হেদায়াতপ্রাপ্ত বলিয়া দাবী করিতেছ। আমর বলেন, তাহার এই কথার পর দেখিলাম আমার নিকট হইতে সকলেই চলিয়া গেল। এক ব্যক্তিও আমার নিকট অবশিষ্ট রহিল না। (তাবরানী)

www.BANGLAKITAB.com

ভিত্তিহীন রায়ের উপর আমল করা হইতে পরহেয করা

হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি

ইবনে শিহাব (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) মিম্বারে চড়িয়া বলিলেন, হে লোকসকল, একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রায়ই সঠিক রায় ছিল। কারণ আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে উহা জানাইয়া দিতেন। আর আমাদের রায় তো ধারণা ও লৌকিকতা ব্যতীত কিছুই নহে।

সাদাকা ইবনে আবি আজিল্লাহ (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলিতেন, রায় অনুসারীগণ সুন্নাতের শত্রু। উহারা সুন্নাত স্মরণ রাখিতে অক্ষম। তাহাদের স্মৃতি লোপ পাইয়াছে। এবং কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে তাহারা 'জানিনা' বলিতে লজ্জাবোধ করে। সেহেতু সুন্নাতের মুকাবিলায় রায় প্রদান করিয়া থাকে। অতএব তোমরা তাহাদের সংশ্রব হইতে দূরে থাকিও এবং তাহাদেরকে তোমাদের নিকট হইতে দূরে রাখিও।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে,হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, সুন্নাত উহাই যাহা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবর্তন করিয়াছেন। তোমরা ভ্রান্তমতকে উম্মাতের জন্য সুন্নত বানাইয়া দিও না।

অন্য রেওয়ায়াতে আছে, তিনি উপরোক্ত কথার সপক্ষে কুরআনের এই আয়াতও পড়িয়াছেন—

وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ـ

অর্থ ঃ আর নিশ্চয়ই ভিত্তিহীন কল্পনা সত্য নির্ণয়ে কোনরূপ ফলপ্রদ হয় না।

আমর ইবনে দীনার (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি (কোন বিষয়ে ফয়সালা চাহিয়া) হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিল, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে যেরূপ জানাইয়া দিয়াছেন (সেরূপ ফয়সালা করুন)। তিনি বলিলেন, থাম। ইহাতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য ছিল। (কান্য)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর উক্তি

শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা 'আপনার কি ধারণা, আপনার কি ধারণা?' এরূপ কথা হইতে সাবধান থাক। কারণ তোমাদের পূর্ববর্তীগণ 'আপনার কি ধারণা? আপনার কি ধারণা?' এরূপ কথার দরুন ধ্বংস হইয়াছে। তোমরা কোন বিষয়কে অন্য বিষয়ের উপর অনুমান করিও না। অন্যথায় দৃঢ়পদ হইবার পর পুনরায় তোমাদের পদস্খলন ঘটিবে। যদি তোমাদের কাহাকেও এমন কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যাহা সে জানেনা, তবে সে বলিয়া দিবে—'আল্লাহ ভাল জানেন।' কারণ এরূপ কথা বলিতে পারা এল্‌মের এক-তৃতীয়াংশ।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, প্রত্যেক বৎসর বিগত বৎসর অপেক্ষা খারাপ হইয়া থাকে। (বিগত) বৎসর অপেক্ষা (আগত) বৎসর উত্তম নহে। (পূর্ববর্তী) উম্মাত (অর্থাৎ লোকজন) অপেক্ষা (পরবর্তী) উম্মাত (অর্থাৎ লোকজন) উত্তম নহে। তবে তোমাদের ওলামা ও উত্তম ব্যক্তিবর্গ বিগত হইয়া যাইবে। অতঃপর এমন লোকদের আবির্ভাব হইবে যাহারা (শরীয়তের) বিষয়গুলিকে আপন রায় দ্বারা বিচার করিবে। সুতরাং ইসলাম (এর প্রাচীর) ধ্বসিয়া পড়িবে ও ছিদ্র হইয়া যাইবে। (তাবরানী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, (নির্ভরযোগ্য জিনিস হইল) একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। উক্ত দুই জিনিস ব্যতীত যে কেহ নিজের রায় হইতে কোন কথা বলিবে, আমি জানিনা সে উহা নিজের নেক আমলের মধ্যে দেখিতে পাইবে, না গুনাহের মধ্যে দেখিতে পাইবে।

আতা ইবনে আবি রাবাহ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক সাহাবী (রাঃ)কে কেহ কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিল। তিনি উত্তর দিলেন, উম্মাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে নিজ রায় হইতে কোন কথা বলিতে আমি আমার রব্বকে লজ্জা করি।

www.BANGLAKITAB.com

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের ইজতেহাদ

হযরত মুআয (রাঃ)এর হাদীস

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে ইয়ামানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিলেন তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, ফয়সালা সম্পর্কিত কোন বিষয় উপস্থিত হইলে তুমি কিরূপে ফয়সালা করিবে? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ তায়ালার কিতাব দ্বারা ফয়সালা করিব। জিজ্ঞাসা করিলেন যদি (উক্ত বিষয় সম্পর্কে কোন ফয়সালা) আল্লাহর কিতাবে না পাও? উত্তর দিলেন, তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত দ্বারা ফয়সালা করিব। জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি আল্লাহর রাসূলের সুন্নাতে উহা না পাও? উত্তর দিলেন, তবে আমি আমার রায় দ্বারা ইজতেহাদ করিব। এবং কোনপ্রকার চেষ্টার ত্রুটি করিব না। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সিনার উপর (প্রশংসাসূচক) চাপড় মারিলেন এবং বলিলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি রাসূলুল্লাহর প্রেরিত ব্যক্তিকে এমন তৌফিক দিয়াছেন যাহাতে আল্লাহর রাসূল সন্তুষ্ট। (মেশকাত)

অজানা বিষয়ে ইজতেহাদ করিতে ভয় করা

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রাঃ) অপেক্ষা অধিক ভীত আর কেহ ছিল না ,এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পর অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ) অপেক্ষা অধিক ভীত আর কেহ ছিল না। একবার হযরত আবু বকর (রাঃ) একটি সমস্যার সম্মুখীন হইলেন। তিনি উহার কোন সমাধান আল্লাহর কিতাবে ও সুন্নাতের মধ্যে না পাইয়া বলিলেন, আমি আমার রায় দ্বারা ইজতেহাদ করিব। যদি উহা সঠিক হয় তবে আল্লাহর পক্ষ হইতেই হইবে। আর যদি ভুল হয় তবে আমার পক্ষ হইতে হইবে। সুতরাং আমি আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার করিব। (কান্য)

কাজী শুরাইহের প্রতি হযরত ওমর (রাঃ)এর নসীহত

শা'বী (রহঃ) কাজী শুরাইহ (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত ওমর (রাঃ) কাজী শুরাইহ (রহঃ)এর নিকট এই মর্মে চিঠি পাঠাইলেন যে, তোমার নিকট যখন কোন বিষয় উপস্থিত হয় তখন তুমি উহার ফয়সালা আল্লাহর কিতাব দ্বারা করিবে। আর যদি উহা এমন বিষয় হয় যাহা আল্লাহর কিতাবে নাই তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত দ্বারা করিবে। আর যদি এমন কোন বিষয় উপস্থিত হয় যাহার সমাধান আল্লাহর কিতাবে বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের মধ্যেও নাই তবে উহা ইজমা দ্বারা ফয়সালা করিবে। আর যদি উহা এমন বিষয় হয় যে, উহার সমাধান না আল্লাহর কিতাবে আছে, না সুন্নাতে রাসূলে পাওয়া যায়। এবং উক্ত বিষয়ে এ যাবৎ কেহ কোন প্রকার ফয়সালাও করে নাই, তবে উক্ত বিষয়ে ফয়সালা করা বা না করা উভয়ের যে কোন একটি তুমি অবলম্বন করিতে পার।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তোমার রায় দ্বারা ইজতেহাদ করিতে চাহ, করিতে পার। আর যদি (কোনরূপ ফয়সালা) হইতে বিরত থাকিতে চাহ, তাহাও করিতে পার। তবে আমার মনে হয় বিরত থাকাই তোমার জন্য ভাল হইবে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর নসীহত

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি কাহারো সম্মুখে কোন সমস্যা উপস্থিত হয় তবে সে যেন আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী উহার ফয়সালা করে। আর যদি উহা এমন বিষয় হয় যে, আল্লাহর কিতাবে উহার সমাধান নাই তবে তাঁহার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালা অনুযায়ী ফয়সালা করিবে। কিন্তু যদি উহা এমন বিষয় হয়, যাহার সমাধান আল্লাহর কিতাবে নাই অথবা তাহার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও উক্ত বিষয়ে কোন ফয়সালা করেন নাই তবে সালেহীন বা নেককার লোকগণ যেরূপ ফয়সালা করিয়াছেন সেরূপ করিবে।

www.BANGLAKITAB.com

আর যদি এমন বিষয় উপস্থিত হয়, যাহার সমাধান আল্লাহর কিতাবে পাওয়া যায় না বা তাঁহার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এরূপ কোন ফয়সালা করেন নাই এবং সালেহীন বা নেককার লোকগণও এ ব্যাপারে কোন সমাধান দেন নাই, তবে নিজ রায় দ্বারা ইজতেহাদ করিবে। এবং স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। কোনরূপ লজ্জাবোধ করিবে না।

অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, নিজ রায় দ্বারা ইজতেহাদ করিবে। (কোনরূপ দুর্বলতা বা সন্দেহের কারণে) এরূপ কখনও বলিবে না যে, আমার মনে হয় বা আমার ভয় হয়। কারণ হালাল যেমন সুস্পষ্ট হারাম ও তেমনি সুস্পষ্ট। উহার মাঝে কতিপয় বিষয় রহিয়াছে যাহা সন্দেহযুক্ত। সুতরাং তোমরা সন্দেহযুক্ত বিষয়কে পরিত্যাগ করিয়া নিঃসন্দেহ বিষয়কে গ্রহণ কর।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর ইজতেহাদ

আবদুল্লাহ ইবনে আবি ইয়াযিদ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে শুনিয়াছি, তাঁহাকে এমন কোন বিষয় সম্পর্কে যাহার সমাধান আল্লাহর কিতাবে মওজুদ আছে, জিজ্ঞাসা করা হইলে, তিনি সেই অনুযায়ী ফয়সালা করিয়া দিতেন। আর যদি উহা আল্লাহর কিতাবে নাই কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত আছে তবে সেই অনুযায়ী বলিয়া দিতেন। আর যদি উহা আল্লাহর কিতাবে নাই এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতেও বর্ণিত হয় নাই কিন্তু হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তবে উহাই বলিয়া দিতেন। অবশ্য যদি উহা আল্লাহর কিতাব কিম্বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অথবা হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ) হইতেও বর্ণিত হয় নাই তবে নিজ রায় দ্বারা ইজতেহাদ করিতেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে এরূপও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত আলী (রাঃ)কর্তৃক কোন দলীল পাওয়া গেলে আমরা অন্য কিছুকে উহার সমকক্ষ মনে করি না।

মাসরুক (রহঃ) বলেন, আমি হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)কে কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, এরূপ সংঘটিত হইয়াছে

কি? আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, যতক্ষণ সংঘটিত না হয় ততক্ষণ আরাম করিতে দাও। যখন ঘটিবে তখন তোমার জন্য উহা চিন্তা করিতে চেষ্টা করিব।

ফতোয়া প্রদানে সতর্কতা অবলম্বন এবং সাহাবা (রাঃ)দের মধ্যে যাহারা ফতোয়া প্রদান করিতেন

সাহাবা (রাঃ)দের ফতোয়া প্রদানে সতর্কতা

আবদুর রহমান ইবনে আবি লায়লা (রহঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একশত বিশজন সাহাবীর সাক্ষাৎ পাইয়াছি। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি মসজিদে সাক্ষাৎ পাইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত সাহাবাদের মধ্যে যাহারা মুহাদ্দিস ছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকে ইহাই চাহিতেন যে, হাদীস বর্ণনার কাজ তাঁহার অপর ভাই সমাধা করিয়া দেয়। আর যাহারা মুফতী ছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকে ইহাই চাহিতেন যে, ফতোয়ার কাজ তাঁহার অপর ভাই সমাধা করিয়া দেয়।

সাহাবা (রাঃ)দের উক্তি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফতোয়ার জবাব প্রদান করিয়া থাকে সে একজন পাগল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতেও অনরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিয়াছেন, তিন প্রকারের লোক ফতোয়া দান করিয়া থাকে। এক—যে ব্যক্তি কুরআনের নাসেখ ও মানসুখ সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। দ্বিতীয়—নিরুপায় আমীর। তৃতীয়—আহাম্মক ও ভণ্ড ব্যক্তি।

ইবনে সীরীন (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু মাসউদ (রাঃ)কে বলিলেন, আমি জানিতে পারিয়াছি যে, তুমি লোকদেরকে ফতোয়া দিয়া থাক। যে ব্যক্তি উহার শীতল ভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে তাহাকেই উহার উষ্ণ ভাগের দায়িত্বভার অর্পণ কর। অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহাকে ইহাও বলিয়াছেন যে, তুমি তো আমীর নও।

www.BANGLAKITAB.com

আবু মিনহাল (রহঃ) বলেন, আমি হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম ও হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ)কে সোনা–রূপার ক্রয়–বিক্রয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। উভয়ের যাহাকেই জিজ্ঞাসা করি তিনি অপরকে দেখাইয়া বলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর ; কারণ তিনি আমার অপেক্ষা উত্তম ও অধিক এল্‌ম রাখেন।

আবু হুসাইন (রাঃ) কোন একটি বিশেষ মাসআলা সম্পর্কে বলিলেন, মাসআলাটির ব্যাপারে উহাদের যে কেহ ফতোয়া প্রদান করিতেছে। অথচ যদি এরূপ মাসআলা হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিত, তবে তিনি উহার জন্য আহলে বদর অর্থাৎ বদর যুদ্ধে শামিল হইয়াছিলেন এমন সাহাবীদিগকে একত্রিত করিতেন। (কান্‌য)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর যুগে যাহারা ফতোয়া প্রদান করিতেন

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যাঁহারা লোকদিগকে ফতোয়া প্রদান করিতেন তাঁহাদের সম্পর্কে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)। এই দুই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারো সম্পর্কে আমার জানা নাই।

কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান ও হযরত আলী (রাঃ) ফতোয়া প্রদান করিতেন। (মুনতাখাব)

আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (রহঃ) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর, হযরত ওমর এবং হযরত ওসমান (রাঃ)এর যুগে যাঁহারা ফতোয়া প্রদান করিতেন তন্মধ্যে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)ও ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে যাহা শুনিয়াছিলেন তদনুযায়ী ফতোয়া প্রদান করিতেন।

হযরত আবু মূসা (রাঃ)এর উক্তি

আবু আতিয়া হামদানী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর নিকট বসিয়াছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার নিকট একটি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি উহা সম্পর্কে আমাকে ব্যতীত আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়াছ? সে বলিল, হাঁ, আমি হযরত আবু মূসা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিয়াছি এবং তাঁহার দেওয়া জবাবও উল্লেখ করিল। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁহার বিপরীত জবাব দিয়া উঠিয়া গেলেন। হযরত আবু মুসা (রাঃ) (ইহা জানিতে পারিয়া) বলিলেন, যতদিন তোমাদের মধ্যে এই বিজ্ঞ আলেম বিদ্যমান আছেন, তোমরা আমার নিকট কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিও না।

আবু আমর শাইবানী (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) বলিলেন, যতদিন তোমাদের মাঝে এই বিজ্ঞ আলেম (অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)) বিদ্যমান আছেন, তোমরা আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিও না।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবা (রাঃ)দের যুগে যাহারা ফতোয়া দিতেন

সাহল ইবনে আবি খাইসামাহ (রহঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যাঁহারা ফতোয়া প্রদান করিতেন, তাঁহারা মুহাজেরীন হইতে তিন জন ও আনসার হইতে তিনজন ছিলেন। হযরত ওমর, হযরত ওসমান, হযরত আলী এবং হযরত উবাই ইবনে কা'ব, হযরত মুআয ইবনে জাবাল ও হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)।

মাসরুক (রহঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের মধ্য হইতে ফতোয়া প্রদানকারী হযরত ওমর, হযরত আলী, হযরত ইবনে মাসউদ, হযরত যায়েদ, হযরত উবাই ইবনে কা'ব ও হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) ছিলেন।

WWW.BANGLAKITAB.COM

কাবিসাহ ইবনে সুআইব (রহঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত ওমর, হযরত ওসমান (রাঃ)এর খেলাফত আমলে ও হযরত আলী (রাঃ)এর মদীনায় অবস্থান কালে পাঁচ বৎসর কাল মদীনাতে বিচার, ফতোয়া,কেরাআত ও ফারায়েজের কাজে যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) প্রধান পদে ছিলেন। হিজরী চল্লিশ সনে যখন হযরত মুআবিয়া (রাঃ) শাসনভার গ্রহণ করিলেন তখনও তাঁহার ইন্তেকাল পর্যন্ত তিনি উক্ত পদেই বহাল ছিলেন। হিজরী পঁয়তাল্লিশ সনে তাঁহার ইন্তেকাল হয়।

আতা ইবনে ইয়াসার (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ) উভয়ই বদরী সাহাবাদের সহিত হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কেও পরামর্শের জন্য ডাকিতেন। এবং তিনি খলীফাদ্বয়ের যুগ সহ আপন মৃত্যুকাল পর্যন্ত ফতোয়া প্রদান করিয়াছেন।

যিয়াদ ইবনে মীনা (রহঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস,হযরত ইবনে ওমর, হযরত আবু সাঈদ খুদরী, হযরত আবু হোরায়রা, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস, হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, হযরত রা'ফে ইবনে খাদীজ, হযরত সালামা ইবনে আকওয়া, হযরত আবু ওয়াকেদ লাইসী, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুজাইনাহ (রাঃ) ও ইহাদের সমকক্ষ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা হযরত ওসমান (রাঃ)এর ওফাতকাল হইতে আপন আপন মৃত্যুকাল পর্যন্ত মদীনায় ফতোয়া ও হাদীস বর্ণনার কাজ করিয়াছেন। তন্মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত ইবনে ওমর, হযরত আবু সাঈদ খুদরী, হযরত আবু হোরায়রা ও হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)এর উপর ফতোয়া প্রদানের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল।

হযরত আয়েশা (রাঃ)এর ভ্রাতুষ্পুত্র কাসেম (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর, হযরত ওমর ও হযরত ওসমান (রাঃ)এর খেলাফত আমলে ও পরবর্তীতে মৃত্যু পর্যন্ত হযরত আয়েশা (রাঃ) ফতোয়ার কাজে স্বতন্ত্র ছিলেন। আমার প্রতি তাঁহার অত্যাধিক স্নেহ মমতার দরুন আমি সর্বদা তাঁহার সাহচর্যে থাকিতাম।

সাহাবা (রাঃ)দের এল্‌ম বা জ্ঞান

সাহাবা (রাঃ)দের এলম সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি

হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে এল্‌মের এমন স্তরে উঠাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন যে, যদি আকাশে কোন পাখী ডানা ঝাপটাইয়া থাকে তবে উহা সম্পর্কেও আমাদিগকে এল্‌ম দান করিয়া গিয়াছেন।

অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যাহা বেহেশতের নিকটবর্তী করিবে ও দোযখ হইতে দূরে সরাইয়া দিবে এরূপ সকল বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্টরূপে তোমাদিগকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে এক হাজার নীতি বাক্য আয়ত্ব করিয়াছি।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হাদীস বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর) যখনই কোন বিন্দু পরিমাণ বিষয়ে লোকদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়াছে আমার পিতা তৎক্ষণাৎ উহার সমাধান ও ফয়সালা লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সাহাবা (রাঃ) যখন বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোথায় দাফন করা হইবে? আমরা কাহারও নিকট এই বিষয়ে কোন এল্‌ম পাইলাম না। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, প্রত্যেক নবী যে বিছানায় তাঁহার ইন্তেকাল হয় উহার নীচে তিনি দাফন হইয়া থাকেন। তিনি বলেন, তাঁহার পরিত্যাক্ত সম্পত্তি লইয়া লোকদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল। কাহারও নিকট এই বিষয়ে কোন এল্‌ম পাওয়া গেল না। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমাদের—নবীগণের কেহ উত্তরাধিকারী হয় না। আমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি সদকাহ। (মুনতাখাবুল কান্‌য)

www.BANGLAKITAB.com

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি হযরত ওমর (রাঃ)এর এল্‌ম এক পাল্লায় রাখা হয় আর অপর পাল্লায় সমস্ত দুনিয়াবাসীর এল্‌ম রাখা হয় তবে তাঁহার এল্‌মের পাল্লাই ভারী হইবে। হযরত আ'মাশ (রহঃ) বলেন, আমার নিকট ইহা অতিরঞ্জিত মনে হইল। সুতরাং, আমি হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (রহঃ)এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে। খোদার কসম, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ইহা অপেক্ষা উচ্চ মন্তব্য করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন যে, আমার বিশ্বাস হযরত ওমর (রাঃ)এর বিদায় দিনে দশ ভাগের নয় ভাগ এল্‌ম বিদায় হইয়া গিয়াছে।

হযরত ওমর (রাঃ)এর ইন্তেকাল সম্পর্কিত অপর এক দীর্ঘ হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) আমাদের মধ্যে আল্লাহর সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ও আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানবান ছিলেন। (তাবরানী)

হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিয়াছেন যে, লোকদের এল্‌ম যেন হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত কোন গর্তের ভিতর গাড়ানো ছিল।

মদীনাবাসী এক ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, আমি কোন বিষয়ে হযরত ওমর (রাঃ)এর স্মরণাপন্ন হইলাম। দেখিলাম, ফকীহগণ তাহার সম্মুখে শিশুতুল্য। তাঁহার ফিকাহ ও এল্‌ম সকলের শীর্ষে।

হযরত আলী (রাঃ)এর এলম

আবু ইসহাক (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী (রাঃ) যখন হযরত ফাতেমা (রাঃ)কে বিবাহ করিলেন, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলেন, আপনি আমাকে ক্ষীণদৃষ্টি ও ভুঁড়িওয়ালা ব্যক্তির সহিত বিবাহ দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তদুত্তরে বলিলেন, বরং আমি তোমাকে এমন ব্যক্তির সহিত বিবাহ দিয়াছি যে ইসলামে আমার প্রথম সাহাবী ও সর্বাধিক এল্‌মধারী ও সর্বাপেক্ষা ধৈর্যশীল।

অন্য রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, আমি তোমাকে এমন ব্যক্তির সহিত বিবাহ দান করি যে ইসলামে আমার সর্বপ্রথম উম্মত ও সর্বাধিক এল্‌মের অধিকারী ও সর্বাপেক্ষা ধৈর্যশীল?

হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, খোদার কসম, যে কোন আয়াত নাযিল হইয়াছে, উহা কি বিষয়ে ও কোথায় এবং কাহার সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে তাহা আমি জানিয়া ফেলিয়াছি। আমার পরওয়াদিগার আমাকে অত্যন্ত জ্ঞানবান অন্তর ও তেজস্বী ভাষা দান করিয়াছেন।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) এরূপ জটিল সমস্যা হইতে পানাহ চাহিতেন যাহা সমাধানের জন্য আবুল হাসান অর্থাৎ হযরত আলী (রাঃ) উপস্থিত নাই।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর এলম

মাসরুক (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, যে কোন সূরা কি বিষয়ে উহা নাযিল হইয়াছে তাহা আমি জানিয়াছি। যদি কাহারো সম্পর্কে জানিতে পারি যে, সে কিতাবুল্লাহর এল্‌ম আমার অপেক্ষা অধিক রাখে তবে উট অথবা যে কোন সওয়ারীর মাধ্যমে পৌঁছা সম্ভব হয় আমি তাহার নিকট অবশ্যই উপস্থিত হইব।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত মাসরুক (রহঃ) বলেন, আমি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের সহিত উঠাবসা করিয়াছি। আমি তাহাদিগকে জলাশয়ের ন্যায় পাইয়াছি। যেমন কোন জলাশয় একজনের তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারে। কোন জলাশয় দুইজনের। কোনটা দশজনের, কোনটা একশত জনের। কোনটা এরূপ বিশাল যে, সমস্ত দুনিয়াবাসীর তৃষ্ণা নিবারণ হইতে পারে। হযরত আবদুল্লাহ মাসউদ (রাঃ)কে এরূপ বিশল জলাশয়ের ন্যায় পাইয়াছি।

যায়েদ ইবনে ওহব (রহঃ) বলেন, একদিন হযরত ওমর (রাঃ) বসিয়া আছেন, এমন সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) আসিলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, এমন পাত্র যাহা ফেকাহ দ্বারা পরিপূর্ণ। হযরত আ'মাশ (রহঃ) কখনও ফেকাহ-এর পরিবর্তে এল্‌ম শব্দ বলিয়াছেন।

www.BANGLAKITAB.com

আসাদ ইবনে ওদাআহ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) সম্পর্কে আলোচনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, তিনি এমন পাত্র যাহা এল্‌ম দ্বারা পরিপূর্ণ করা হইয়াছে। মদীনাবাসীদের প্রয়োজন সত্ত্বেও তাঁহাকে কাদেসিয়ায় প্রেরণ করিয়া আমি তথায় অবস্থানকারী মুসলিম বাহিনীকে তাঁহার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিয়াছি। (ইবনে সা'দ)

কতিপয় সাহাবা (রাঃ) সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ)এর উক্তি

আবুল বাখতারী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, তাহাদের মধ্য হইতে কাহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমরা বলিলাম, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) সম্পর্কে বলুন। বলিলেন, তিনি কুরআন ও সুন্নাহ শিক্ষা করিয়াছেন। এবং উহার চূড়ান্তে পৌঁছিয়াছেন। এল্‌মের জন্য ইহাই যথেষ্ট। আমরা বলিলাম, হযরত আবু মূসা (রাঃ) সম্পর্কে বলুন। বলিলেন, তাঁহাকে এল্‌মের রঙে ডুবানো হইয়াছে। অতঃপর তিনি তথা হইতে রঙিন হইয়া বাহির হইয়াছেন। বলিলাম, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাঃ) সম্পর্কে বলুন। বলিলেন, তিনি আপনভোলা মুমিন। স্মরণ করাইয়া দিলে স্মরণ হইয়া যায়। বলিলাম, হযরত হোযাইফা (রাঃ) সম্পর্কে বলুন। বলিলেন, মুনাফিকদের সম্পর্কে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞাত। বলিলাম, হযরত আবু যার (রাঃ) সম্পর্কে বলুন। বলিলেন, এল্‌ম আয়ত্ত করিয়াছেন, কিন্তু পরে অক্ষম হইয়া গিয়াছেন। বলিলাম, হযরত সালমান (রাঃ) সম্পর্কে বলুন। বলিলেন, তিনি পূর্ব (আসমানী কিতাবসমূহ) ও পরবর্তী (কুরআনের) এল্‌ম পাইয়াছেন। এমন সমুদ্র যাহা সিঞ্চন করা যায় না। আমাদের আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। বলিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনার নিজের সম্পর্কে বলুন। বলিলেন, ইহাই তোমাদের উদ্দেশ্য ছিল। আমার অবস্থা এরূপ যে, প্রশ্ন করিয়াছি তো উত্তর পাইয়াছি। আর যদি চুপ থাকিয়াছি তবে আপনা হইতেই বলিয়া দিয়াছেন। (ইবনে সা'দ)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) একবার বলিলেন—

اِنَّ معاذَ بنَ جبلٍ رَضى اللّٰه عنه كان اُمَّةً قَانتًا لِلّٰهِ حَنِيفًا وَّلَمْ يَكُ
مَنَ الْمُشْرِكِيْنَ شاكرا

অর্থাৎ—নিঃসন্দেহে মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) এক বিরাট সম্প্রদায়ের অগ্রণী ছিলেন। আল্লাহ তায়ালার (পূর্ণ) অনুগত ছিলেন, সম্পূর্ণরূপে এক আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট ছিলেন ; এবং তিনি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ভাবিলাম, আবু আব্দির রহমান হয়ত ভুলবশতঃ এরূপ বলিতেছেন, কারণ আল্লাহ পাক তো বলিয়াছেন—

اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

অর্থাৎ—নিঃসন্দেহে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এক বিরাট সম্প্রদায়ের অগ্রণী ছিলেন, আল্লাহ তায়ালার (পূর্ণ) অনুগত ছিলেন, সম্পূর্ণরূপে এক আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট ছিলেন, এবং তিনি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

কিন্তু তিনি পুনরায় একই কথার পুনরাবৃত্তি করিলে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, ইচ্ছাকৃত এরূপ বলিতেছেন। সুতরাং আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, উম্মাত শব্দের কি অর্থ জান? কানেত শব্দের কি অর্থ জান? আমি বলিলাম, আল্লাহই ভাল জানেন। তিনি বলিলেন, উম্মাত সেই ব্যক্তি যে লোকদিগকে ভাল জিনিস শিক্ষা দেয়, আর কানেত সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত। আর হযরত মুআয (রাঃ) এরূপই ছিলেন। তিনি লোকদিগকে ভাল কথা শিক্ষা দিতেন এবং আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত ছিলেন।

www.BANGLAKITAB.com

মাসরুক (রঃ)এর উক্তি

মাসরুক (রহঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের সান্নিধ্য লাভের দ্বারা ইহাই উপলব্ধি করিয়াছি যে, তাঁহাদের এল্‌ম এই ছয় জনের মধ্যে চূড়ান্ত হইয়াছে, হযরত ওমর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ), হযরত মুআয (রাঃ), হযরত আবু দারদা (রাঃ) ও হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)। অতঃপর এই ছয়জনের সান্নিধ্য লাভে বুঝিতে পারিয়াছি যে, ইহাদের এল্‌ম হযরত আলী ও হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)এর মধ্যে চূড়ান্ত হইয়াছে।

মাসরুক (রহঃ) বলেন, আমি মদীনায় আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া দেখিলাম, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) রাসেখীনে এল্‌ম অর্থাৎ ধর্মজ্ঞানে অভিজ্ঞদের একজন। (ইবনে সা'দ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর এলম

মাসরুক (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমাদের ন্যায় বয়স পাইতেন তবে আমাদের কাহারো এল্‌ম তাঁহার এল্‌মের দশমাংশও হইত না। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) কুরআনের অতি উত্তম ব্যাখ্যাবিদ।

মুজাহিদ (রহঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে তাঁহার অত্যাধিক এল্‌মের দরুন সমুদ্র বলা হইত।

লাইস ইবনে সুলাইম (রহঃ) বলেন, আমি তাউস (রহঃ)কে বলিলাম, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড় বড় সাহাবা (রাঃ)দের ছাড়িয়া এই যুবক অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন! তিনি উত্তর দিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তর জন সাহাবীকে দেখিয়াছি যে, তাঁহাদের কোন বিষয়ে মতানৈক্য হইলে তাঁহারা ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর রায়ের দিকে রুজু হইতেন।

হযরত আমের ইবনে সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ) বলেন, আমি আমার পিতাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) অপেক্ষা অধিক উপস্থিত জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা এবং অধিক এল্‌ম ও সহনশীলতার অধিকারী আর কাহাকেও দেখি নাই। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে দেখিয়াছি, জটিল সমস্যাদির জন্য তাঁহাকে ডাকিয়া বলিতেন, জটিল সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, তোমার কি রায়? বল। অতঃপর তাঁহার আশেপাশে মুহাজির ও আনসারগণের মধ্য হইতে বদরী সাহাবা (রাঃ) উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁহার রায়ের খেলাফ করিতেন না।

আবুয যেনাদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) জ্বরাক্রান্ত ছিলেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) তাঁহাকে দেখিতে গিয়া বলিলেন, তোমার অসুস্থতা আমাদিগকে অসুবিধার মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে। সুতরাং আল্লাহ তায়ালার কাছেই সাহায্য চাহিতেছি।

হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে বুদ্ধিমত্তা, দ্রুত অনুধাবন ক্ষমতা ও এল্‌ম দান করা হইয়াছে। আমি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে তাঁহার উপর কাহাকেও প্রাধান্য দিতে দেখি নাই।

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)এর নিকট ছিলেন। অতঃপর তিনি উঠিয়া গেলে আমি হযরত উবাই (রাঃ)কে বলিতে শুনিলাম যে, 'ইনি এই উম্মতের বড় আলেম। তাঁহাকে জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা দান করা হইয়াছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার জন্য দোয়া করিয়াছেন যেন তাঁহাকে দ্বীনের ফকীহ বানানো হয়।'

তাউস (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এল্‌মের ব্যাপারে সকল মানুষের উপর এরূপ শ্রেষ্ঠত্ব রাখিতেন যেরূপ লম্বা খেজুর গাছ ছোট ছোট চারা গাছের উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে। (ইবনে সা'দ)

আবু ওয়ায়েল (রহঃ) বলেন, আমি ও আমার একজন সঙ্গী হজ্ব করিলাম। তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হজ্বের আমীর ছিলেন। এক সময় তিনি সূরা নূর তেলাওয়াত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং উহার

www.BANGLAKITAB.com

তাফসীর করিতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া আমার সঙ্গী বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! এই ব্যক্তির মাথা হইতে কি বাহির হইতেছে! যদি তুরস্কবাসীগণ ইহা শুনিত তবে নিশ্চয়ই ইসলাম গ্রহণ করিত। (হাকেম)

অন্য রেওয়ায়াতে আছে যে, আমি বলিতে লাগিলাম, 'তাঁহার মত না কাহাকেও বলিতে দেখিয়াছি, না কাহারও কথা শুনিয়াছি,যদি উহা রোম ও পারস্যবাসীগণ শুনিত তবে অবশ্যই ইসলাম গ্রহণ করিত।'

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি একদিন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে একটি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, যাহা ইয়ামান হইতে ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া (রাঃ) তাঁহার নিকট লিখিয়োছেন। আমি তাঁহাকে উহার উত্তর দিলাম। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিঃসন্দেহে তুমি নবুয়তের ঘর হইতে কথা বলিতেছ।

আতা (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর নিকট কিছু লোক কবিতার উদ্দেশ্যে আসিত, কিছু লোক (আরবদের) বংশানুক্রম জানার জন্য আসিত এবং কিছু লোক আরবের যুদ্ধবিগ্রহ ও ঘটনাবলী জানার জন্য আসিত। তিনি এরূপ লোকদের প্রত্যেকের যে কোন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেন।

উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কয়েকটি গুণের কারণে সকলের শীর্ষে ছিলেন। এমন এল্‌মের কারণে যাহা আর কেহ অর্জন করিতে পারে নাই, শরীয়ত সম্পর্কিত এমন সকল বিষয়ে বিজ্ঞতার কারণে যাহার সমাধানে তাঁহার রায়ের মুখাপেক্ষী হইতে হয় এবং সহিষ্ণুতা, অধিক দানশীলতা ও বখশিশের কারণে। আমি তাঁহার ন্যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সম্পর্কে জ্ঞানী আর কাহাকেও দেখি নাই। আর না হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ)এর ফয়সালাসমূহ সম্পর্কে তাঁহার অপেক্ষা অধিক অবগত আর কাহাকেও দেখিয়াছি। না রায়ের ব্যাপারে তাঁহার অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী দেখিয়াছি, না কবিতা ও আরবী ভাষায়, না কুরআন শরীফের তাফসীর সম্পর্কে। আর না অংক শাস্ত্রে অধিক পারদর্শী, না ফরয

হুকুম সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী কাহাকেও দেখিয়াছি। না, অতীত ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁহার অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী এবং না প্রয়োজনীয় বিষয়ে দ্রুত রায় অনুধাবন ক্ষমতা সম্পন্ন আর কাহাকেও দেখিয়াছি। কোন দিন বসিতেন, যেদিন শুধু ফেকাহ সম্পর্কে আলোচনা করিতেন, আবার কোনদিন শুধু তাফসীর, কোন দিন শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুদ্ধের ঘটনা, কোনদিন শুধু কবিতা, কোনদিন শুধু আরবের যুদ্ধ বিগ্রহের ঘটনা বর্ণনা করিতেন। আমি কোন আলেমকে কখনও দেখি নাই যে, তাঁহার সামনে বসিয়া নত না হইয়াছে, আর না কোন প্রশ্নকারীকে কখনও দেখিয়াছি যে, তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া তাঁহার নিকট এল্‌ম না পাইয়াছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি সর্বদা মুহাজির ও আনসারগণের মধ্য হইতে বড় বড় সাহাবী (রাঃ)গণের সহিত থাকিয়া তাহাদিগকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জেহাদ এবং সে সম্পর্কে কুরআন শরীফে যাহা নাযিল হইয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিতাম। এবং আমি তাঁহাদের যাঁহার কাছেই যাইতাম তিনি আমার আগমনে খুশি হইতেন। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আমার নিকট আত্মীয়তা ছিল। আমি একদিন হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)কে, যিনি অভিজ্ঞ আলেম ছিলেন, কুরআন শরীফের ঐ সকল সূরা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম যাহা মদীনায় নাযিল হইয়াছে। তিনি বলিলেন, সাতাশটি সূরা মদীনায় নাযিল হইয়াছে, বাকি সবই মক্কায়।

হযরত ইকরামা (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আ'স (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বিগত বিষয় সম্পর্কে আমাদের সকলের অপেক্ষা অধিক জ্ঞান রাখেন, এবং এমন সকল আগত বিষয় সম্পর্কেও আমাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী যাহার কোন সুস্পষ্ট সমাধান বর্ণিত হয় নাই। হযরত ইকরামা (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ)এর কথা জানাইলাম। তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই তাঁহার নিকট এল্‌ম আছে। কেননা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হালাল-হারাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেন।

www.BANGLAKITAB.com

হযরত আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে দেখিলেন যে, হজ্বের রাত্রিতে একটি জামাত তাঁহাকে হজ্বের বিভিন্ন মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছে। অতঃপর হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) অবশিষ্ট সাহাবীগণের মধ্যে হজ্বের মাসআলা সম্পর্কে সর্বাধিক এল্‌ম রাখেন। (ইবনে সা'দ)

ইয়াকুব ইবনে যায়েদ (রহঃ) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন আমি হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)এর নিকট শুনিয়াছি, যখন তাঁহার কাছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর ইন্তেকালের খবর পৌঁছিল তখন তিনি এক হাত অপর হাতের উপর মারিয়া বলিলেন যে, সর্বাপেক্ষা বড় আলেম ও সর্বাধিক ধৈর্যশীল ব্যক্তির ইন্তেকাল হইয়া গেল। এবং তাঁহার ইন্তেকালে এই উম্মত এমন মুসীবতে নিপতিত হইল যাহা কোনদিন দূর হইবে না।

আবু বকর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাযম (রহঃ) বলেন, যখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর ইন্তেকাল হইল তখন হযরত রা'ফে ইবনে খদীজ (রহঃ) বলিলেন, আজ এমন ব্যক্তির ইন্তেকাল হইয়া গেল যাঁহার এল্‌মের প্রতি সমগ্র দুনিয়াবাসী মুখাপেক্ষী ছিল।

হযরত আবু কুলসুম (রাঃ) বলেন, যখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে দাফন করা হইল তখন হযরত ইবনে হানাফিয়া (রাঃ) বলিলেন, আজ এই উম্মতের আলেমে রব্বানীর ইন্তেকাল হইয়া গেল। (ইবনে সা'দ)

অন্যান্য সাহাবা (রাঃ)দের এলম

আমর ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে নওজোয়ান ফকীহগণের মধ্যে গণ্য করা হইত।

হযরত খালেদ ইবনে মা'দান (রহঃ) বলিয়াছেন, শাম দেশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) ও হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাঃ) হইতে অধিক নির্ভরযোগ্য, অধিক অভিজ্ঞ ফেকাহবিদ ও জনপ্রিয় আর কেহ বর্তমান নাই।

হানযালা ইবনে আবী সুফিয়ান (রহঃ) তাঁহার উস্তাদগণ হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নওজোয়ান সাহাবীগণের মধ্যে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে অধিক অভিজ্ঞ ফেকাহবিদ আর কেহ ছিলেন না।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর এলম

মারওয়ান ইবনে হাকাম–এর কাতেব আবু যুআইযাআহ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদিন মারওয়ান হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ)কে ডাকিলেন এবং আমাকে নিজ আসনের পিছনে বসাইলেন। অতঃপর তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন আর আমি লিখিতে থাকিলাম। এক বৎসর পর আবার ডাকিলেন এবং তাঁহাকে পর্দার আড়ালে বসাইয়া পূর্ব বিষয় সম্পর্কে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তিনি (পূর্বের ন্যায় হুবহু বর্ণনা করিয়া গেলেন।) না কোনরূপ কম–বেশী করিলেন, না (কোন কথা) আগ–পিছ করিলেন। (হাকেম)

হযরত আয়েশা (রাঃ)এর এলম

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের যখনই কোন বিষয়ে সন্দেহ হইত তখনই হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট জিজ্ঞাসা করিতেন এবং তাঁহার নিকট উক্ত বিষয়ে কোন না কোন এল্‌ম পাইতেন।

হযরত কবীছা ইবনে যুআইব (রহঃ) বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) সর্বাপেক্ষা অধিক এল্‌ম রাখিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড় বড় সাহাবীগণ তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন।

হযরত আবু সালামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত সম্পর্কে অধিক অভিজ্ঞ, প্রয়োজনে রায় প্রদান করিতে অধিক বিচক্ষণ এবং আয়াতের শানে নযুল ও ফরয হুকুমের ব্যাপারে হযরত আয়েশা (রাঃ) অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী আমি আর কাহাকেও দেখি নাই।

www.BANGLAKITAB.com

মাসরুক (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) কি এল্‌মে ফারায়েয ভাল জানিতেন? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ। ঐ যাতে পাকের কসম যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রবীণ ও বড় বড় সাহাবা (রাঃ)কে দেখিয়াছি যে, তাঁহারা হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট ফারায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন।

মাহমুদ ইবনে লবীদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণ তাঁহার অনেক হাদীস মুখস্থ রাখিয়াছিলেন, কিন্তু হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)এর সমকক্ষ কেহ ছিলেন না। আর হযরত আয়েশা (রাঃ)—'আল্লাহ তায়ালা তাঁহার প্রতি রহম করুন—হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ)এর খেলাফত আমল হইতে তাঁহার ইন্তেকাল পর্যন্ত ফতোয়া প্রদান করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে তাঁহার বড় বড় সাহাবী—হযরত ওমর (রাঃ), হযরত উসমান (রাঃ) তাঁহার নিকট লোক পাঠাইয়া সুন্নাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেন। (ইবনে সা'দ)

হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম! হযরত আয়েশা (রাঃ) অপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ ও অবস্থা উপযোগী এবং বুদ্ধিমান বক্তা কখনও দেখি নাই।

ওরওয়া (রহঃ) বলেন, চিকিৎসা শাস্ত্রে, ফেকাহ ও কবিতায় হযরত আয়েশা (রাঃ) অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী কোন মহিলা আমি দেখি নাই।

ওরওয়া (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)কে বলিলাম, আপনার ব্যাপারে চিন্তা করিয়া আমি আশ্চর্য হই। কারণ, আপনাকে আমি সর্বাপেক্ষা বড় ফকীহ দেখিতে পাই। অতঃপর মনে করি যে, ইহাতে আর তাঁহার বাধা কিসের, তিনি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবি ও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর মেয়ে। আবার আপনাকে আরবদের যুদ্ধবিগ্রহ ও তাহাদের বংশানুক্রম এবং কবিতা সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্না দেখিতে পাই। অতঃপর মনে করি যে,ইহাতেও বা তাঁহার বাধা কিসের? কারণ তাঁহার পিতা কুরাইশদের আল্লামা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হইল, আমি দেখি যে,

আপনি চিকিৎসাশাস্ত্রেও জ্ঞান রাখেন, ইহা কোথা হইতে শিখিয়াছেন? উত্তরে তিনি আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, হে উরাইয়াহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক রোগ হইত। আরব আজমের চিকিৎসকগণ তাঁহার জন্য চিকিৎসা পাঠাইতো। সুতরাং আমি উহা শিখিয়া লইয়াছি।

অন্য রেওয়ায়াতে আছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিকিৎসা করিতাম। অতএব এইভাবেই শিখিয়াছি। (তাবরানী)

খোদাভীরু আলেম ও বদকার আলেম

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) তাঁহার সঙ্গীগণকে বলিলেন, তোমরা এল্‌মের ফোয়ারা ও হেদায়াতের বাতি হও, ঘরের চট ও রাত্রির বাতি হও, সজীব মন ও পুরাতন কাপড়ওয়ালা হও, আসমানে পরিচিতি লাভ করিবে এবং যমিনবাসীর নিকট গোপন থাকিবে।

অন্য রেওয়ায়াতে 'যমীনবাসীর নিকট গোপন থাকিবে' এর পরিবর্তে—'উহার দ্বারা যমীনে তোমরা স্মরণীয় হইবে' বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর উক্তি

ওহাব ইবনে মুনাব্বেহ (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে সংবাদ দেওয়া হইল যে, বনী সাহমের দরজার নিকট একদল লোক বিতর্কে লিপ্ত হইয়াছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা হয় যে, সংবাদদাতা তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, তাকদীর সম্পর্কে বিতর্ক করিতেছে। ইহা শুনিয়া তিনি উঠিয়া তাহাদের দিকে রওয়ানা হইলেন এবং তাঁহার লাঠি হযরত ইকরামা (রহঃ)কে দিয়া একহাত তাঁহার উপর এবং অপর হাত তাউস (রহঃ)এর উপর রাখিলেন। অতঃপর তিনি তাহাদের নিকট পৌঁছিলে তাহারা জায়গা করিয়া দিল ও মারহাবা বলিল। কিন্তু তিনি বসিলেন না, বরং তাহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের বংশপরিচয় বল যেন আমি তোমাদিগকে চিনিতে পারি। সকলেই বংশপরিচয় পেশ করিল। অথবা যাহারা পেশ করিবার করিল। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমরা কি

www.BANGLAKITAB.com

জাননা যে, আল্লাহর কিছু বান্দা এমন রহিয়াছেন যাহাদিগকে তাহার ভয় নিশ্চুপ করিয়া রাখিয়াছে, অথচ তাঁহারা বোবা অথবা কথা বলিতে অক্ষম নহেন। এবং তাহারা আলেম, শুদ্ধভাষী ও তেজস্বী বক্তা ও ভদ্র। আল্লাহর আযাব ও পুরস্কার সম্পর্কে অবগত। কিন্তু তাঁহারা যখন আল্লাহর মহত্ত্বের কথা স্মরণ করেন, তখন জ্ঞানহারা হইয়া যান, হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে, জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া যায়। তারপর যখন তাঁহারা চেতনা লাভ করেন তখন উত্তম আমল দ্বারা আল্লাহ তায়ালার দিকে দ্রুত অগ্রসর হন। নিজদিগকে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন, অথচ তাঁহারা যথেষ্ট হুশিয়ার ও অত্যন্ত শক্তিশালী। নিজদিগকে জালেম গুনাহগারদের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন, অথচ তাহারা নেককার ও নির্দোষ। তাঁহারা আল্লাহর ইবাদত অধিক পরিমাণে করিয়াও অধিক মনে করেন না। এবং অল্প এবাদত করিয়াও সন্তুষ্ট হন না। আমল করিয়া আল্লাহ তায়ালার সামনে নিজেদের কৃতিত্ব প্রকাশ করেন না। তাঁহাদিগকে যেখানেই দেখিবে, ভারাক্রান্ত হৃদয়, ভীত–সন্ত্রস্ত ও শঙ্কিত দেখিতে পাইবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি আপন মজলিসের দিকে চলিয়া গেলেন। (আবু নুআঈম)

দুনিয়াদার আলেমদের পরিণতি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, যদি আলেমগণ এল্মকে হেফাযত করিতেন এবং উহাকে যোগ্য পাত্রে রাখিতেন তবে আপন যামানার সমস্ত মানুষের সর্দার হইয়া যাইতেন। কিন্তু তাঁহারা এই এল্ম দুনিয়াদারদিগকে দিয়াছে, তাহাদের দুনিয়া হইতে যৎসামান্য হাসিল করিবার উদ্দেশ্যে। কাজেই আলেমগণ তাহাদের নিকট হেয় হইয়া গিয়াছে। আমি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সকল চিন্তাকে এক চিন্তায় অর্থাৎ আখেরাতের চিন্তায় পরিণত করে তাহার অন্য সকল চিন্তার জন্য আল্লাহ তায়ালা যথেষ্ট হইয়া যান। পক্ষান্তরে নানাহ চিন্তা ভাবনা যাহাকে দুনিয়ার বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে ঘুরপাক খাওয়াইতে থাকে, এরূপ ব্যক্তি দুনিয়ার যে কোন ময়দানে ধ্বংস হয় হউক, আল্লাহ তায়ালা উহার কোন পরওয়া করেন না। (কান্য)

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে আমাদের নিকট এই কথা পৌঁছিয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, যদি এল্মের বাহকগণ এল্মকে উহার হক ও উহার যথাযথ মর্যাদার সহিত গ্রহণ করিত তবে অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁহার ফেরেশতা এবং নেককার লোকগণ তাহাদিগকে মহব্বত করিত এবং অন্যান্য মানুষ তাহাদিগকে ভয় করিত। কিন্তু তাহারা উহা দ্বারা দুনিয়া তালাশ করিয়াছে বিধায় আল্লাহ তায়ালা তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন এবং মানুষের নিকট তাহারা হেয় হইয়া গিয়াছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, ঐ সময় তোমাদের কি অবস্থা হইবে যখন ফেতনা তোমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিবে! এমন ফেতনা যাহার মধ্যে ছোট বড় হইয়া যাইবে এবং বৃদ্ধ হইয়া যাইবে। মনগড়া প্রথা চালু করা হইবে। যদি কোন দিন উহা সংশোধন করা হয়, তবে বলা হইবে যে, ইহা অপরিচিত নতুন কথা। জিজ্ঞাসা করা হইল এইরূপ অবস্থা কখন হইবে? তিনি জবাব দিলেন, যখন তোমাদের মধ্যে আমানতদার ব্যক্তি কমিয়া যাইবে, নেতা বেশী হইবে, তোমাদের আলেম কমিয়া যাইবে ও কারী বেশী হইবে। এল্ম হাসিল করা হইবে দুনিয়ার উদ্দেশ্যে এবং আখেরাতের আমল দ্বারা দুনিয়া তলব করা হইবে।

অন্য রেওয়ায়াতে আছে যে, এমন মনগড়া প্রথা চালু করা হইবে যাহার উপর মানুষ আমল করিতে থাকিবে। যদি উহা হইতে সামান্য পরিবর্তন করা হয় তবে বলিবে যে, সুন্নাতকে পরিবর্তন করিয়া ফেলা হইল। এই রেওয়ায়াতে ইহাও আছে যে, তোমাদের আলেম কমিয়া যাইবে ও নেতা বেশী হইয়া যাইবে।

হযরত আবু যার (রাঃ) বলিয়াছেন. তোমরা অবশ্যই জানিয়া রাখ, এই সকল হাদীস যাহা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি তালাশ করা হয়, যে ব্যক্তি উহাকে দুনিয়ার সামান লাভের উদ্দেশ্যে শিখিবে, অথবা এইরূপ বলিয়াছেন যে, দুনিয়ার সামান লাভ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে তবে সে কখনও বেহেশতের খুশবুও পাইবে না।

আবু মাআন (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত কা'ব (রাঃ)কে

www.BANGLAKITAB.com

জিজ্ঞাসা করিলেন, আলেমগণ এল্মকে ইয়াদ ও আয়ত্ব করা সত্ত্বেও কোন্ জিনিস উহাকে তাহাদের অন্তর হইতে বাহির করিয়া দিবে? তিনি বলিলেন, লোভ–লালসা ও প্রয়োজন লইয়া মানুষের দ্বারে ধর্না দেওয়া।

হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদিন ঐসকল ফেতনার আলোচনা করিলেন যাহা শেষ যামানায় হইবে। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আলী! উহা কখন হইবে? তিনি জবাব দিলেন, যখন দুনিয়ার জন্য ফেকাহ হাসেল করা হইবে, আমল ব্যতীত এল্ম শিক্ষা করা হইবে এবং দুনিয়ার উদ্দেশ্যে আখেরাতের আমল করা হইবে। (তারগীব)

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি তোমাদের জন্য দুই ব্যক্তিকে ভয় করি। এক—ঐ ব্যক্তি, যে কুরআন শরীফের অপব্যাখ্যা করে। দুই—ঐ ব্যক্তি যে রাজত্ব লইয়া নিজের ভাইয়ের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে।

হযরত হাসান (রাঃ) বলেন, যখন বসরার প্রতিনিধি দল হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিল তখন তাহাদের মধ্যে আহনাফ ইবনে কায়েসও ছিল। তিনি সবাইকে ছাড়িয়া দিলেন কিন্তু আহনাফকে এক বৎসর যাবত আটকাইয়া রাখিলেন। পরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি কি জান, তোমাকে কেন আটকাইয়া রাখিয়াছি? কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে বাকপটু মুনাফেকদের ব্যাপারে সাবধান করিয়াছেন। আমার ভয় হইয়াছিল যে, তুমি ও তাহাদের একজন হইবে, কিন্তু আল্লাহ চাহেন তো তুমি তাহাদের মধ্যে নও।

আবু ওসমান নাহদী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে মিম্বারের উপর বলিতে শুনিয়াছি যে, তোমরা নিজদিগকে মুনাফেক আলেম হইতে বাঁচাও। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, মুনাফেক কিরূপে আলেম হইবে? তিনি জবাব দিলেন, যে ব্যক্তি কথা হক বলে কিন্তু কাজ না হক করে।

অন্য রেওয়ায়াতে হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন যে, আমরা আলোচনা করিতাম যে, বাকপটু মুনাফেক এই উম্মাতকে ধ্বংস করিবে। (কান্য)

আবু ওসমান নাহদী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন,

আমি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে মিম্বারের উপর বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি এই উম্মতের জন্য মুনাফিক আলেমকে সর্বাধিক ভয় করি। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, হে আমীরুল মুমিনীন! মুনাফেক কিরূপে আলেম হয়? তিনি উত্তর দিলেন, ভাষায় আলেম অথচ অন্তর ও আমলের দিক হইতে জাহেল।

শাসকদের দ্বারে আলেমের পরিণতি

হযরত হোযাইফা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, তোমরা নিজদিগকে ফেতনার স্থানসমূহ হইতে বাঁচাও। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, হে আবু আবদুল্লাহ! ফেতনার স্থানসমূহ কি? তিনি জবাব দিলেন, শাসকদের দরজা। তোমাদের কেহ শাসকদের নিকট যাইয়া তাহাদের মিথ্যাকে সত্য বলিবে এবং তাহাদের এমন প্রশংসা করিবে যাহা তাহাদের মধ্যে নাই।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, উট বসার স্থানের ন্যায় রাজা–বাদশাদের দরবারে ফেতনা রহিয়াছে। সেই যাতে পাকের কসম, যাঁহার হাতে আমার জান, তোমরা তাহাদের দুনিয়া হইতে যে পরিমাণ লইবে তাহারা তোমাদের দ্বীন হইতে উহার সমপরিমাণ অথবা বলিয়াছেন, উহার দ্বিগুণ গ্রাস করিয়া লইবে।

এল্ম বিদায় হওয়া এবং ভুলিয়া যাওয়া

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর হাদীস

হযরত আউফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আসমানের দিকে তাকাইলেন। অতঃপর বলিলেন, ইহা এল্ম উঠাইয়া লওয়ার সময়। ইবনে লাবীদ নামী একজন আনসারী সাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ! এল্ম কিভাবে উঠাইয়া লওয়া হইবে? অথচ উহা কিতাবের মধ্যে সংরক্ষণ করা হইয়াছে এবং অন্তরসমূহ উহাকে হেফাযত করিয়া রাখিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাকে মদীনাবাসীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী মনে করিতাম। তারপর তিনি ইহুদী ও নাসারাদের হাতে আল্লাহর কিতাব থাকা সত্ত্বেও তাহাদের গোমরাহ হওয়ার কথা আলোচনা

www.BANGLAKITAB.com

করিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট হযরত আউফ ইবনে মালেক (রাঃ)এর হাদীস বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন, হযরত আউফ (রাঃ) সত্য বলিয়াছেন। আমি কি তোমাকে জানাইয়া দিব যে, সর্বপ্রথম কোন্ জিনিস উঠাইয়া লওয়া হইবে? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ বলুন। তিনি বলিলেন, খুশু। এমন কি একজন খুশুকারীও তুমি দেখিবে না। (হাকেম)

অন্য রেওয়ায়াতে আছে যে, অতঃপর যিয়াদ ইবনে লাবীদ নামী একজন আনসারী সাহাবী আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এল্‌ম উঠাইয়া লওয়া হইবে। অথচ আমাদের নিকট আল্লাহর কিতাব রহিয়াছে এবং আমরা আমাদের স্ত্রী-পুত্রগণকে উহা শিক্ষা দিয়াছি। এই রেওয়ায়াতে আছে, তারপর হযরত শাদ্দাদ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জান, এল্‌ম উঠিয়া যাওয়ার অর্থ কি? আমি বলিলাম, জানিনা। তিনি বলিলেন, এমন সকল ব্যক্তির বিদায় গ্রহণ যাহারা উহার পাত্র। তুমি কি জান, কোন্ এল্‌ম উঠাইয়া লওয়া হইবে? আমি আরয করিলাম, জানিনা। তিনি বলিলেন, খুশুর এল্‌ম। এমনকি কোন খুশুকারী পাওয়া যাইবে না।

হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর রেওয়ায়াতে আছে যে, তাওরাত ও ইঞ্জিল ইহুদী ও নাসারাদের নিকট বিদ্যমান রহিয়াছে,অথচ উহা তাহাদের কি কাজে আসিতেছে?

হযরত ওয়াহশী (রাঃ)এর রেওয়ায়াতে রহিয়াছে যে, তাহারা ইহার কোন গুরুত্বই দেয় না।

হযরত ইবনে লবীদ (রাঃ)এর রেওয়ায়াতে আছে যে, উহা দ্বারা তাহারা কোন ফায়দা লাভ করে নাই।

হযরত ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে,তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি জান ইসলাম কিভাবে হ্রাস পাইবে। লোকেরা উত্তর দিল, যেমন কাপড়ের রং হালকা হইয়া যায়, মোটাসোটা জানোয়ার ক্ষীণকায় হইয়া যায় কিংবা দেরহাম দীর্ঘ দিন পড়িয়া থাকার দরুন কমিয়া যায়। তিনি

বলিলেন, ইহাও একপ্রকার হ্রাস পাওয়া বা কমিয়া যাওয়া বটে। তবে ইহা অপেক্ষা বড় হইল, আলেমগণের মৃত্যুবরণ অথবা বলিয়াছেন, আলেমগণের (দুনিয়া হইতে) বিদায় গ্রহণ।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রহঃ) বলেন, আমি হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)এর জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। যখন তাঁহাকে কবরে দাফন করা হইল তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, হে লোকসকল! যে ব্যক্তি ইহা জানিতে আগ্রহী যে, এল্‌ম কিভাবে বিদায় হইবে? সে যেন জানিয়া লয় যে, এইভাবেই এল্‌ম বিদায় হইবে। আল্লাহর কসম! আজ অনেক এল্‌ম বিদায় হইয়া গেল। (তাবরানী)

হযরত আম্মার ইবনে আবী আম্মার (রাঃ) বলেন, যখন হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)এর ইনতেকাল হইল তখন আমরা বাসভবনের ছায়ায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর নিকট বসিলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, এই ভাবেই এল্‌ম বিদায় হইবে। আজ অনেক এল্‌ম দাফন হইয়া গেল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)এর কবরের দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন, এইভাবেই এল্‌ম চলিয়া যাইবে। এরূপ এক ব্যক্তির যখন ইন্তেকাল হয়, যিনি এমন কিছু এল্‌ম রাখিতেন যাহা অন্য কেহ জানেনা। তখন তাঁহার নিকট যাহা ছিল তাহাও চলিয়া যায়।

অন্য রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি জান, এল্‌ম বিদায় হওয়ার অর্থ কি? উহা হইল আলেমগণের যমীনের উপর হইতে বিদায় গ্রহণ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এল্‌ম শিক্ষা করিয়া ভুলিয়া যায়, আমার ধারণা যে, সে গুনাহ করার কারণে ভুলিয়া যায়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, এল্‌মের জন্য মুসীবত হইল ভুলিয়া যাওয়া। (তারগীব)

WWW.BANGLAKITAB.COM

আমল করিতে না পারিলেও এল্‌মের প্রচার করা এবং অনুপকারী এলম হইতে পানাহ চাওয়া

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিয়াছেন, 'আমাদিগকে এই এল্‌মের বাহক বানানো হইয়াছে, আর আমরা উহার উপর আমল করিতে না পারিলেও তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিতেছি। (কান্‌য)

হযরত আবু হোরাইরা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ দোয়া করিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْاَرْبَعِ : مِنْ عِلْمٍ لَايَنْفَعُ وَقَلْبٍ لَايَخْشَعُ وَنَفْسٍ لَاتَشْبَعُ وَدُعَاءٍ لَّايُسْمَعُ

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট চার বস্তু হইতে পানাহ চাহিতেছি, এমন এল্‌ম হইতে যাহা উপকারে আসে না, এমন অন্তর হইতে যাহা ভীত হয় না, এমন নফস হইতে যাহা পরিতৃপ্ত হয় না এবং এমন দোয়া হইতে যাহা কবুল হয় না। (হাকেম)

WWW.BANGLAKITAB.COM